পাক্ষিক

আহমদী

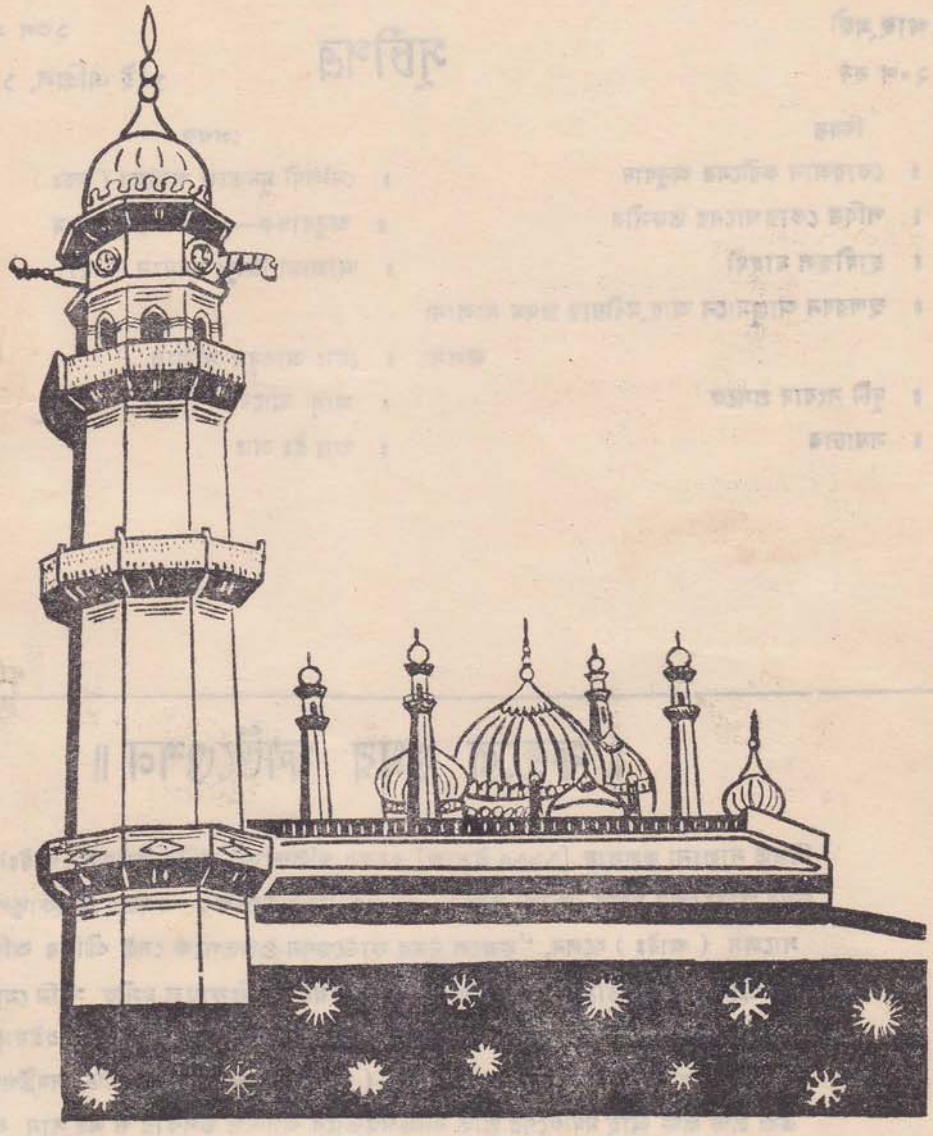

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২৩শ সংখ্যা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

২৩শ সংখ্যা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৩৭৯
॥ পবিত্র কোরআনের তফসীর	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৩৮১
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	॥ ৩৮৪
॥ সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা জলসা	॥ মোঃ আবদুস সাত্তার	॥ ৪০৩
॥ দুটী সংবাদ প্রসঙ্গে	॥ আবু আরেফ	॥ ৪০৬
॥ সমাচার	॥ আঃ ইঃ আঃ	॥ ৪০৯

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য :—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায়ঃ ২০শ বর্ষঃ ১৫ই এপ্রিল : ১৯৬৭ সনঃ ২৩শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ আনফাল

১০ম রুকু

৭১। হে নবী! যে সমস্ত লোক তোমার হাতে বন্দী রহিয়াছে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যদি আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে মঙ্গল দেখেন তবে তোমাদের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে তিনি তাহার চেয়ে অধিকতর উত্তম তোমাদিগকে দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু।

৭২ ॥ এবং যদি তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে তবে তাহারা ইতিপূর্বে আল্লার সহিতও বিশ্বাস-ঘাতক। করিয়াছে ; কিন্তু তিনি (তোমাকে) তাহাদের উপর শক্তি দান করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌ সম্যক জ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

৭৩ ॥ নিশ্চয় যাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করিয়াছে এবং তাহারা (তাহাদিগকে) আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা একে অন্যের বন্ধু। এবং যাহারা (সমাগত নবীর) উপর ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিজরত করে নাই তোমাদের উপর তাহাদের সংরক্ষণের কোন দায়িত্ব নাই, যে পর্যন্ত না তাহারা হিজরত করিবে। এবং যদি তাহারা তোমাদের নিকট ধর্মের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য তবে যাহাদের সহিত তোমাদের সন্ধি চুক্তি রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে পার না। এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্‌ তাহা সম্যক দেখিতেছেন।

৭৪ ॥ এবং যাহারা (সমাগত নবীকে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা পরস্পর একে অন্যের বন্ধু এবং যদি তোমরা চুক্তি অনুযায়ী কার্য না কর তাহা হইলে পৃথিবীতে অতি অশান্তি ও মহা বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে।

৭৫ ॥ এবং যাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং জেহাদ করিয়াছে এব যাহারা (তাহাদিগকে) আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারাই প্রকৃত মুমিন তাহাদেরই জন্য (আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

৭৬ ॥ এবং যাহারা পরবর্ত্তীকালে ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং তোমাদের সহযোগে জেহাদ করিয়াছে তাহারা তোমাদেরই পর্যায়ভুক্ত। এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে আত্মীয়গণ পরস্পর একজন হইতে অপরজন অধিকতর নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী। (ক্রমশঃ)

★

॥ পবিত্র কোরআনের তফসীর ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৌলবী মোহাম্মাদ

[পবিত্র কোরআনের মূল পাণ্ডুলিপি স্বয়ং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ।]

পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলি নযুলের সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) অনেক সাহাবাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে খেলাফায়ে রাশেদীন সহ ১৫ জনের নাম হাদীসে পাওয়া যায়। যথা— ১। যায়েদ বিন সাবেত। ২। উব্বাই ইবনে কা'ব ৩। অবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারহ্। ৪। যুবাইর বিন আল আওয়াম। ৫। খালেদ বিন সঈদ বিন আল আস। ৬। আবান বিন সঈদ বিন আল আস। ৭। হানযালা বিন আল রাবী আল আসাদী। ৮। মোয়াকেব বিন আবি ফাতেমা। ৯। আবদুল্লাহ বিন আরকম আল জুহরী। ১০। শুরাইবিল হাসান। ১১। আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা। ১২। আবু বকর। ১৩। উমর। ১৪। ওসমান। ১৫। আলী।

যখনই কোন আয়াত নাযেল হইত তখনই তিনি সংশ্লিষ্ট সুরার জন্য নির্দিষ্ট লিখককে ডাক দিয়া ঐ আয়াত যথা স্থানে লিখাইয়া দিতেন। এই ভাবে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে প্রত্যাদিষ্ট কোরআনের আয়াত সমূহের বিন্যাস আল্লাহ্তালার নির্দেশে হযরত রসুল করীম (সাঃ) স্বয়ং করিয়া যান। এই বিন্যাস এরূপ অপূর্ব এবং ত্রুটিহীন যে উহা ত্রুটিহীন আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের জলন্ত নির্দেশন স্বরূপ।

উপরুক্ত সুবিন্যস্ত কোরআনের পাণ্ডুলিপি হইতেই হযরত উসমান (রাঃ) ৭টি যাবেতা কপি বিভিন্ন এলাকার পাঠান এবাবৎকাল পর্যন্ত জগতে যত কোরআন বিস্তার লাভ করিয়াছে উহাদের আদি উক্ত ৭টি যাবেতা কপি। ইসলামের ঘোর শত্রুও একথা স্বীকার করে যে আজিকার কোরআন হযরত উসমান (রাঃ) এর যাবেতা কোরআনের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই যাবেতা কপিগুলি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে বিন্যস্ত কোরআনের অনুরূপ হওয়ায়, ইহার বিন্যাস যে হযরত উসমান (রাঃ) করেন নাই, পরন্তু আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁহার রসুলের দ্বারা কৃত তাহা নিশ্চয় পাঠকের নিকট পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

[বিষয় ও বক্তব্যের দিক দিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত ও সুরাগুলি উত্তম গোলাপ ফুলের মালার ন্যায় সুসজ্জিত।]

অনেকের ধারণা পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলি এলোমেলো, অসংবদ্ধ, পরস্পর বিরোধী ও অবোধ্য। এই ধারণা পবিত্র কোরআনের সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "কোরআন নাযেল হইয়াছে পাঁচটি বিবেচনায়—অনুমতি, নিষেধ, আদেশ, রূপক ও দৃষ্টান্তে। অনুমতি প্রদত্ত বিষয়গুলি বিধি সঙ্গত ও নিষিদ্ধ বস্তুগুলিকে হারাম গণনা কর। আদেশগুলি পালন কর, রূপক সম্বলিত আদেশগুলিতে ঈমান রাখ এবং দৃষ্টান্তগুলি হইতে সবক গ্রহণ কর।'

(মেশকাত)

অনুমতি, আদেশ ও নিষেধের বিষয় বা বস্তুগুলি সুস্পষ্ট। সুতরাং সেগুলি সম্বন্ধে বুঝিতে কোন অসুবিধা নাই। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক বিষয়। এগুলি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া আমাদের জন্য কর্তব্য। কারণ অতীতের পবিত্র ঘটনাবলি কোরআনে শুধু গল্প হিসাবে বর্ণিত হয় নাই। বরং সেগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর রঙ্গে রঞ্জিত। উক্ত ঘটনাগুলি পুনরায় অনুরূপ পরিস্থিতির সমাবেশ হইলে অবশ্য ঘটিবে। বাকি থাকিল রূপকগুলি। এইগুলি লইয়া যত গোলমাল ও মতভেদ উঠে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ج وما يعلم تاويله الا الله م والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب *

অর্থ ঃ—"পরন্তু যাহাদিগের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে, তাহারা রূপককে অবলম্বন করিয়া ফেৎনা করে এবং ভ্রান্ত অর্থ করে। এবং আল্লাহ্‌ ও যাহারা জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহারা ব্যতীত অপরে উহার প্রকৃত মর্ম অবগত নহে। তাহারা (জ্ঞানীগণ) বলে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি, সমস্ত আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। এবং যাহারা জ্ঞানপ্রদত্ত হইয়াছে তাঁহারা ব্যতীত অপরে মনোযোগী হয় না। (সুরা এমরান—১ম রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত ও আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নত ব্যক্তিগণই রূপকের ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী এবং তাহারাই প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম ও উহাতে ঈমান আনে। সুতরাং পবিত্র কোরআনের রূপকগুলি বুঝিতে আমাদিগকে রুহানী আলেমের নিকট যাইতে হইবে। জাহেরী আলেমগণ এ রাজ্যে অসহায়। এ বিষয়ে তাহাদিগের নিকট গিয়া পথ প্রাপ্তির পরিবর্তে পথভ্রান্ত হইবার আশঙ্কাই বেশী।

তুলনামূলকভাবে পবিত্র কোরআন অপরাপর ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা আকারে ছোট। কিন্তু জ্ঞান, গরিমা ও শিক্ষার ব্যাপকতা ও পূর্ণতায় ইহা সকল ধর্মগ্রন্থকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং এ হেন পুস্তকের ভাষা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গভীর ও অর্থবোধক হইতে বাধ্য। পবিত্র কোরআনের বিষয়বস্তু ইহকাল ও পরকালকে ছাইয়া আছে। তজ্জন্য এতদসংক্রান্ত নির্দেশাবলী উহাতে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু সদৃশ আবদ্ধ। প্রত্যেক জ্ঞানের আলোর জন্য কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ থাকে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সর্বাপেক্ষা বড় ও তত্ত্বপূর্ণ। সুতরাং ইহার পারিভাষিক শব্দগুলি বুঝিবার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে। এ রাজ্যের বিশেষজ্ঞ তাহারা, যাহারা গ্রন্থ প্রেরকের সহিত সম্বন্ধ রাখে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

لا يمسه الا المطهرون

অর্থ ঃ—"পবিত্রাত্মা ব্যতিরেকে কেহ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।" ইহার অর্থ এই যে, পবিত্রাত্মা ব্যতিরেকে অপরে উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না। তদনুযায়ী যাহার যতখানি আধ্যাত্মিকতা আছে, সে তত বেশী পবিত্র কোরআন বুঝিতে পারিবে। সালেহ, শহীদ, সিদ্দিক ও নবীগণ আপন যোগ্যতানুযায়ী ইহার মর্ম গ্রহণে সক্ষম হন। জাতি ও জগতের অধঃপতনের যুগে, উলেমাগণও ঐশীগ্রন্থ সঠিকভাবে বুঝাইতে ও তদ্বারা জনগণকে পথপ্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় না। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক যুগে মুজাদ্দিদের আবির্ভাব করিয়া আসিয়াছেন। যখন ভ্রান্তি চরম সীমায় পৌঁছায় তখন সাধারণ মুজাদ্দেদের দ্বারা কাজ হয় না বরং তখন নবীর প্রয়োজন হয়। আজ তাই বিশ্বব্যাপি অধঃপতন ও ভ্রান্তির যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি পবিত্র কোরআনকে এক মহা শক্তিশালী ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক হিসাবে আমাদের হাতে দিয়াছেন। যখন

এ যুগের আলেমগণ পর্যন্ত দিশাহারা হইয়া পবিত্র কোরআনকে একান্ত অকেজো পুস্তক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিল, তখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, শৃঙ্খলাযুক্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মহান যুক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন দেখাইলেন। এখন ইহা আমাদিগের নিকট অফুরন্ত জ্ঞানের উৎস পবিত্র কোরআনের মধ্যে স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে আমরা জোরদার দাবী ও উহার অকাট্য প্রমাণও দেখিতে পাইব।

পবিত্র কোরআন মানবাত্মার সকাশে প্রেমময় আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী। প্রেমের বাণী স্মরণের বস্তু এবং যে প্রেম যত গভীর হয়, উহার বাণী তত বেশী বরণীয় ও স্মরণ যোগ্য হয়। এই জন্য পবিত্র কোরআনের বাণী স্মরণ রাখা সহজ এবং ইহার হাফেজের সংখ্যার অন্ত নাই। আবার প্রেমিক যখন প্রেমিকার কথা স্মরণ করে, তখন সে উভয়ের অতীত বা ভবিষ্যত সম্পর্কিত কথোপকথন ও অদৃশ্য ঘটনাবলী, স্মৃতিপটে রক্ষিত কথা ও ছবি দিয়া আবৃত্তি ও মনন করে। সে মনে মনে কখনও স্বয়ং উত্তম পুরুষ, কখনো মধ্যম পুরুষ এবং কখনও তৃতীয় পুরুষ সাজিয়া কথা বলে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনার ভঙ্গি তদনুরূপ। ইহা মানবের মনের ভাষার পদ্ধতিতে অদৃশ্য প্রেমময়ের দ্বারা বর্ণিত। ইহার আয়াতগুলি কোথাও প্রথম পুরুষে, কোথাও মধ্যম পুরুষে এবং কোথাও তৃতীয় পুরুষে উক্ত। মনের বাক্যালাপের প্রকৃতির সহিত পবিত্র কোরআনের ভাষা সামঞ্জস্যপূর্ণ। মনের প্রকৃতির ভাব, ভাষা ও ছন্দে ইহা কথিত। সেইজন্যও ইহা স্মরণ রাখা সহজ। ইহাকে বুঝিতে لا يمسه إلا المطهرون। অর্থাৎ মনের অধিপতি তথা শুচি মন সম্পন্ন হইতে হইবে। যেহেতু ইহা অতি পবিত্র ও উচ্চস্থান হইতে উৎসারিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা বুঝিবার জন্য শুদ্ধ, শুচি ও উচ্চমনা হইতে হইবে। যে এই মর্গে যত উন্নত, সে পবিত্র কোরআন বুঝিতে তত বেশী সক্ষম।

পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ যেখানে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী ও ত্রুটিপূর্ণ মনে হয় সেইখানেই গভীর জ্ঞানের খনি লুক্কায়িত আছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার এক সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ সানওরী সাহেব (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন যে, যেখানে কোরআনের আয়াতের অর্থ করিতে বাধিয়া যাইবে জানিও সেইখানে কোন গুপ্তধন লুকায়িত আছে। বস্তুতঃ ইহা ধ্রুব সত্য। তফসীরের মধ্যে আমরা যথাস্থানে ইহার পরিচয় পাইব।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সপ্তম প্রমাণ

عارضنى بالقران العام مرتين واخبرنى انه لم يكن نبى الا عاش نصف الذى قبله واخبرنى ان عيسى ابن مريم عاش عشرين ومائة سنة ولا ارانى الا ذاهبا على رأس الستين *

হযরত আয়েসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) যে রোগে ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই রোগের সময় একদিন ফাতেমা (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক বৎসর জিব্রাইল একবার করিয়া আমার কাছে কোরআন পেশ করেন. এই বৎসর দুইবার পেশ করিয়াছেন, এবং আমাকে জানাইয়াছেন প্রত্যেক নবীই পরবর্ত্তী নবীর অর্দ্ধেক কাল জীবিত থাকেন ; ইসা (আঃ) একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, আমি দেখিতেছি ৬০ বৎসরের মাথায় চলিয়া যাইব।"

তীবরাণী, হাকেম মুস্তাদরিক, কান্জোল-উম্মাল ও তফছীরে জালালাইনের হাসিয়াতেও এই হাদীসটির উল্লেখ আছে।

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর অষ্টম প্রমাণ

হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হইলে পর হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) মিম্বারের উপর দাড়াইয়া বলিলেন –

يا ايها الناس قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الاولون ولا يدركه الا خرون قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه المبعث فيكتنفه جبرائل عن يمينه و ميكائيل عن شماله فلا ينثنى حتى يفتح الله له وما ترك الا سبع مائة درهم ادرا ان يشترى بها خادما ولقد قبض فى الليلة التى عرج بروح عيسى ابن مريم فى الليلة سبع وعشرين من رمضان *

"হে জন মণ্ডলি! আজ রাতে এমন এক জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে যে, পূর্ব্বাপর কেহই তাঁহার সমান হইতে পারে না। হযরত রসুল করীম (সঃ) যখন তাঁহাকে কোন যুদ্ধে পাঠাইতেন তখন তাঁহার ডানদিক দিয়া জিব্রাইল ও বাম দিক দিয়া মিকাইল থাকিত। আল্লাহ্‌র সাহায্যে তিনি জয়লাভ না করিয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি সাত শত দেরেমে একটি খাদিম খরিদ করিবার জন্য রাখিয়াছিলেন, ইহা ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া জান নাই। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে সেই রাত্রে যে রাত্রিতে ইসা (আঃ)-এর রুহ কবজ করা হইয়াছিল ইহা রমজান শরিফের সাতাইশ তারিখের রাত্রি।' তাবাকাতে কবীর (৩য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) উপরোক্ত বক্তৃতায় অতি পরিষ্কার ভাবেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা বলিয়া দিয়াছেন এবং কোন মাসে কোন তারিখে কি বারে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা পর্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন, এমন কি হযরত আলী (রাঃ)-এর মৃত্যুর কথা বলিতে শুধু 'কবজ' করা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন আর হযরত

ইসা (আঃ-এর মৃত্যু বুঝাইবার জন্য 'রুহ কবজ করা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

কোরআন, হাদীস এবং স্বয়ং অঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিজ ব্যাখ্যা, সাহাবা (রাঃ) বড় বড় গবেষণাকারী আল্লামাগণের মত উপেক্ষা করিয়া শুধু কয়েক জন তফছীর-লিখকের অ ীক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া হযরত ইসা (আঃ) কে সশরীরে আসমানে জীবিত মনে করা খ্রীষ্টানি প্রভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু বহু অকাট্য প্রমাণগুলির মধ্য হইতে দুই চারিটী খণ্ডন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে মৌলানা সাহেব একটি 'মূলকথা' বলিয়াছেন। পাঠক তাঁহার মূল কথাটিও শুনুন—

"মূল-কথা হযরত ইসা (আঃ)-এর আসমানে উত্থিত হওয়া সূরা নেছার আয়াতে প্রমাণ হইতেছে।"

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه *

"তাহাদের (ঈহুদী) কথা আমরা মসিহ ইসা ইবনে মরিয়মকে কতল করিয়া ফেলিয়াছি; পরন্তু তাহারা করে নাই, শূলীতেও মারে নাই। কিন্তু তাহাদের জন্য সদৃশ করা হইয়াছিল, এবং যাহারা এবিষয়ে মতভেদ করিয়াছে তাহারা সন্দেহের মধ্যে আছে; অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া এবিষয়ে কোন নিশ্চিত জ্ঞান তাহাদের নাই; তাহারা নিশ্চিত ভাবে তাঁহাকে কতল করে নাই বরং আল্লাহ্ তাঁহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন।"

এই আয়াতের বাংলা অনুবাদ মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও করিয়াছেন। সশরীরে আসমানে জীবিত উঠানের কথা এই আয়াতে নাই। তিনি তাহার 'মূল কথা'—'সশরীরে আসমানে জীবিতাবস্থায় উত্থিত হওয়া', কোথায় পাইলেন?

আল্লাহ্র দিকে আল্লাহ্ উঠাইয়া নিয়াছেন এই কথা দ্বারা ত সশরীরে আসমানে জীবিত উঠানের কথা বুঝায় না।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—

من تواضع لله رفعه الله اليه * (مسلم)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লন।"

কিন্তু কোন বিনয়ী ব্যক্তিকে ত আল্লাহ্ তা'লা সশরীরে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠাইয়া লন বলিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও বিশ্বাস করেন না।

আর ইহুদীরা কতল করে নাই বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মারিতে পারে নাই এই কথা দ্বারাও ত হযরত ইসা, (আঃ), যে অন্য কোন প্রকারেও মরেন নাই তাহা বুঝা যায় না। তবে তিনি তাহার 'মূল কথা' কি করিয়া বুঝিলেন?

এই আয়াত প্রসঙ্গে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এক আশ্চর্য্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দিয়ে দেওয়া গেল:

আশ্চর্য্য কাহিনী

"যে-সময় আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইসা (আঃ)-কে আসমানে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন তিনি নিজের সহচরগণের মধ্যে বাহির হইলেন; গৃহের মধ্যে ১২জন হাওয়ারী ছিলেন। তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি নির্গত হইতেছিল, এমতাবস্থায় তিনি গৃহের বাহির হইতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে অবিকল আমার আকৃতি প্রদান করা হইবে, তৎপরে আমার পরিবর্তে তাহাকে হত্যা করা হইবে। সে ব্যক্তি আমার সহিত আমার তুল্য দরজা প্রাপ্ত হইবে। তৎ-শ্রবণে তাহাদের

মধ্য হইতে সমধিক অল্প বয়স্ক একজন যুবক দণ্ডায়মান হইল। ইহাতে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি উপবেশন কর। তৎপরে তাহাদের নিকট তিনি দুই বার উহার পুনরুক্তি করিলেন। ইহাতে দুইবার সেই যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, 'আমি'। হযরত ইসা (আঃ) বলিলেন, তুমি উহা প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে উক্ত যুবক ইসা (আঃ) এর আকৃতিতে পরিবর্তীত হইল এবং হযরত ইসা (আঃ) গৃহের গবাক্ষ হইতে আসমানে সমুথিত হইলেন। ইহুদীদের পক্ষ হইতে পিয়াদা সকল উপস্থিত হইয়া সেই যুবককে ধরিয়া হত্যা করিল, পরে তাহাকে শূলবিদ্ধ করিল।"

মৌলানা রুহল আমিন সাহেব নিশ্চয়ই এই আশ্চর্য্য জনক কাহিনী বিশ্বাস করেন। এখন বক্তব্য বিষয় এই যে,

১। এই দুনিয়াতে মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপায় দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নাই। দৈহিক আকৃতি দিয়াই আল্লাহ্‌তালা মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

মৌলানা রুহল আমিন সাহেবকে তাঁহার দৈহিক আকৃতি দিয়াই চিনিতে পারি। অন্য কেহ যদি এই মৌলানা রুহল আমিন সাহেব বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে দৈহিক আকৃতি দিয়াই পরিচিত লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিবে। আর কেহ যদি মৌলানা রুহল আমিন সাহেব সম্বন্ধে বলে ইনি মৌলানা রুহল আমিন সাহেব নহেন, মৌলানা সাহেবের আকৃতিতে এই ব্যক্তিকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহা হইলে কেহই বিশ্বাস করিবে না।

ইহুদীরা যে-ব্যক্তিকে ক্রুশ দ্বারা হত্যা করিয়াছিল সেই ব্যক্তি যদি আকৃতিতে ইসা (আঃ)-ই ছিলেন, তাহা হইলে আল্লাহতালা কেমন করিয়া বলেন যে, তাহারা ইসাকে হত্যা করে নাই। তাহাদের কাছে ত ইসা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই আকৃতিকেই, তাহারা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিত যে, এই ব্যক্তির রুহ ইসা (আঃ)-এর নহে। আল্লাহ্‌তালা ত ভিতরের রুহ দিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্দ্ধারিত করিবার ক্ষমতা মানুষকে দান করেন নাই।

সুতরাং ইসা (আঃ)-এর আকৃতি-বিশিষ্ট লোককে হত্যা করিয়া থাকিলে তাহাদের এই বিশ্বাস স্বাভাবিক এবং সত্য যে তাহারা ইসা (আঃ)-কেই হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে, এবং তৌরাতের নিয়ম অনুসারে তাহারা ইসা (আঃ)-কে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস না করিতে পারিলে তাহাদিগকে কোন দোষ দেওয়া চলে না।

২। আল্লাহতালা যখন ইসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠাইয়া নিবার ইচ্ছা করিলেন তখন এক নকল ইসা বানাইয়া ইহুদীদিগকে দিলেন কেন? আল্লাহতালার কি এই ভয় ছিল যে, নকল ইসা দিয়া ইহুদীদিগকে ভুলাইয়া না রাখিলে তাহারা আসমান পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া ইসা (আঃ)-কে ছিনাইয়া নিয়া যাইতে পারে?

৩। আল্লাহতালা স্বয়ং এরূপ ধোকা দিলেন কেন?

৪। যে ব্যক্তিকে এই পবিত্র আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল তাহাকে এই পবিত্র আকৃতি দিয়া ইহুদীদের হাতে হত্যা করাইলেন কোন্ অপরাধে? সেই ব্যক্তি ত একজন বেগুণাহ এবং ইসা (আঃ) এর সমান দরজা লাভ করিবার মত মানসিক শক্তি সম্পন্ন লোক ছিল।

৫। ইসা (আঃ)-এর অনুরূপকে ক্রুশে হত্যা করিতে দিয়া আল্লাহতালা হযরত ইসা (আঃ)-এর অপমান করিলেন কেন? ইহুদীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহতালা কি দায়ে পড়িয়াছিলেন?

মৌলানা সাহেব এই অলিক কাহিনী দুর্‌রুল মন্‌ছুর নামক এক তফসীরের কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মধ্য যুগের তফছীরগুলির মধ্যে এই রকম বহু অলিক কাহিনী আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসুলের মহিমা ও

মর্য্যাদার বিরোধী অনেক গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইগুলি নিয়াই আজ ইস্‌লামের শত্রুরা ইস্‌লামের উপর আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইতেছে। এইরূপ অলীক কাহিনী বিশ্বাস করিয়া ইস্‌লামের নাদান-দোস্ত মৌলানা সাহেবগণও প্রকারান্তরে ইস্‌লামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিতেছে।

একটা মিথ্যা কথা প্রমাণ করিতে দশটা মিথ্যার প্রয়োজন হয়, একটা ভুল ঢাকিতে গেলে আরও দশটা ভুল করিতে হয়।

আধুনিক মৌলানা সাহেবদের অনেকেই ইহা বুঝিতে পারেন না যে, এরূপ কাহিনীর স্বরূপই ইহার মিথ্যা হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ। কোরআন এবং সহি হাদীসের অকাট্য প্রমাণগুলির বিরুদ্ধ কতিপয় ব্যাখ্যাকারকের অলিক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া, হযরত ইসা (আঃ)-কে এখন পর্যন্ত সশরীরে আস্‌মানে জীবিত বিশ্বাস করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

সুতরাং আমরা কোরআন শরীফ ও সহী হাদীসের বিরুদ্ধে কতিপয় তফসীরকারকের ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের দীর্ঘ আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করিতেছি না। অতঃপর মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের পেশ-করা আপত্তিগুলির যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিতেছি।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের কতিপয় আপত্তি

মসিলে-মসিহ ও মসিহ মওউদ

১নং আপত্তি

"মীর্যা সাহেব প্রতিশ্রুত মসিহের অর্থ মসিলে-মসিহ গ্রহণ করিয়াছেন; যদি তাঁহার এই অর্থ সত্য হইত তবে তিনি দশ হাজার মসিলে-মসিহ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করিতেন না, কেননা হাদীসে কেবল এক জন মসিহ আসার কথা আছে।"

উত্তর

কোন হাদীসেই মসিলে-মসিহ কেবল এক জন হইবেন, এক জনের বেশী মসিলে-মসিহ হইতে পারেন না, এমন কোন কথা নাই। স্বয়ং মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবই এমন কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে রসুলে করীম (সাঃ) কোন কোন সাহাবাকে, হযরত ইসা, হযরত মুসা, হযরত নূহ (আঃ) এবং নিজের মসিল বলিয়াছেন। (কাদিয়ানি রদ, ৫ম ভাগ ২৮৯—৩০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বস্তুতঃ, আল্লাহতায়ালা নবী রসুলদিগকে মানুষের আদর্শ করিয়া পাঠান এই জন্য, যেন মানুষ নিজদিগকে নবী-রসুলের নমুনাতে গঠন করিয়া তুলে, নিজদিগকে নবী রসুলের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টায় অন্যান্য নবীদের তুলনায় দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মত অধিকতর সফলতা লাভ করিয়াছে। এই জন্য আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন:—

كنتم خير امة اخرجت للناس

"তোমরাই উৎকৃষ্টতম উম্মত, মানুষের উপকারের জন্য তোমাদিগকে বাহির করা হইয়াছে।"

যে-ব্যক্তি যতখানি নবীদের আদর্শে নিজের চরিত্র গঠন করিয়া তুলিতে পারে সেই ব্যক্তি ততখানি সৎ ও নেক বলিয়া গণ্য হয়। নবীদের মসিল বা সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইতে চেষ্টা করাই মোমেনের প্রধানতম কর্তব্য। নবীদের আদর্শে নিজ চরিত্র গঠন করিয়া নবীদের মুসিল হওয়া যাহাদের জীবনের লক্ষ্য নয়, তাহারা শয়তানের মসিল হয়।

মানব-জগতের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ-এর উম্মতের মধ্যে দশ হাজার মসিলে-মসিহের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করায় মৌলানা সাহেবের জ্ঞানের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ইমানের অভাবও প্রতিপন্ন হয়।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতে দশ হাজার কেন, দশ লক্ষ মসিলে মসিহ্ থাকিলেও, আল্লাহ্‌তালার প্রত্যাদিষ্ট কোন বিশেষ মসিলে-মসিহ্ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী থাকিতে পারে। এই সহজ কথাটা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রতিশ্রুত মসিহর'র বিশেষত্ব কি? আমি বলি, আল্লাহ্‌-তায়ালার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের এসলাহ্ বা সংশোধন করিবার জন্য আবির্ভূত হওয়াই প্রতিশ্রুত মসিহের বিশেষত্ব।

২নং আপত্তি

"যদি কোন মীর্যায়ী হাদীসে স্পষ্টভাবে দেখাইতে পারেন যে, দশ সহস্র মসিলে-মসিহ্ বা একজন মসিলে-মসিহ্ আসিবেন তবে ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।"

উত্তর

এই উম্মতে আগমনকারী মসিহে মওউদ, আঁ-হযরত (সাঃ) এর উম্মতের একজন প্রত্যাদিষ্ট মসিলে-মসিহ্, আমি তাহা প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। আর সাধারণ ভাবে কতিপয় মসিলে-মসিহের নাম মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেও উল্লেখ করিয়াছেন। এখন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব স্বীয়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিবেন কি?

৩নং আপত্তি

"হাদীস শরিফে আছে تخلقوا باخلاق الله তোমরা আল্লার গুণাবলির সহিত গুণান্বিত হও' এই হাদীসের দৃষ্টান্তে মীর্যা সাহেব কোন দিবস বলিয়া ফেলিবেন, আমার মধ্যে খোদার কতকগুলি গুণ আছে, কাজেই আমি মসিলে খোদা।"

উত্তর

উপরোক্ত হাদীসে আল্লার গুণে গুনান্বিত হওয়ার জন্য রসুলে করীম (সাঃ) নিজ উম্মতকে আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌তালা নিজেও কোরআন শরীফে মোমেনদিগকে— صبغة الله "আল্লার রঙ্গে রঙ্গীন হও"—বলিয়া আদেশ দিয়াছেন। আল্লার রঙ্গে রঙ্গীন হওয়া বা আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়াই প্রকৃত মোমেনের কাজ।

আল্লার নবী এবং রসুলগণ সবচেয়ে বেশী আল্লার গুণে গুণান্বিত ও আল্লার রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহারা আল্লার খলিফা বা প্রতিনিধি বলিয়া অভিহিত হন।

কিন্তু আংশিকভাবে নিজ নিজ সসীম গণ্ডীর ভিতরে আল্লার গুণে গুণান্বিত হইয়াও মানুষ অনন্ত অসীম গুণের অধিকারী আল্লার মসিল বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ليس كمثله شيئ "আল্লার সদৃশ কেহই নাই" পরন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তালা মানব-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-কে আদেশ দিয়াছেন—

قل انما انا بشر مثلكم

"তুমি বল! (হে মোহাম্মাদ) আমি তোমাদেরই মত মানুষ"—

সুতরাং আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মানুষকে আল্লার মত অতুল বা বে-মেসাল মনে করাও এক রকম শিরক্।

মানুষ আল্লার মসিল হইতে পারে না বলিয়া নবীর মসিলও হইতে পারে না মনে করা মৌলানা সাহেবের মারাত্মক ভুল।

نيم ملا خطرة ايمان ونيم حكيم خطرة جان

৪নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব সূরা ফতেহার অর্থ বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'হে আমার খোদাওন্দ রহমান, রহীম, আমাদিগকে এরূপ হেদায়েত কর যে, আমরা আদম সফিউল্লার মসিল (তুল্য) হইয়া যাই, শিস নবিউল্লার তুল্য হইয়া যাই, হযরত নূহ আদম সানির তুল্য হইয়া যাই, এব্রাহিম খলিলুল্লাহর তুল্য হইয়া যাই, মুসা কলিমুল্লার তুল্য হইয়া যাই, জনাব আহমদ মুজতবা

মোহাম্মাদ মোস্তাফা হাবিবুল্লার তুল্য হইয়া যাই, দুনিয়ার সমস্ত সিদ্দিক ও শহিদের তুল্য হইয়া যাই।

উত্তর

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর যে-ব্যাখ্যা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সুরা ফাতেহার আয়েতের অর্থ বিকৃত হয় নাই, বরং ইহাই এই আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই আয়াতের যে-মূল মর্ম বয়ান করিয়াছেন, "হে খোদা তুমি আমাদিগকে নেয়ামত প্রাপ্ত নবী, সিদ্দিক, ও নেককারদিগের সরল পথ দেখাও, কিম্বা তাহাতে স্থির-প্রতিজ্ঞ রাখ," একটু তলাইয়া দেখিলে মৌলানা সাহেবও বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার নিজের বর্ণিত এই মূল মর্মও হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর ব্যাখ্যাই সমর্থন করে। কারণ নেককারদিগের সরল পথ দেখান, কিংবা নেককারদের সরল পথে স্থির-প্রতিজ্ঞ রাখার অর্থ—নেককার করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। তদ্রূপ শহিদ ও সিদ্দিকদিগের সরল পথ দেখান কিম্বা তাঁহাদের সরল পথে স্থির-প্রতিজ্ঞ রাখার অর্থও —শহিদ বা সিদ্দিক করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং নবীদের সরল পথ দেখান, কিম্বা তাঁহাদের সরল পথে স্থির-প্রতিজ্ঞ রাখার মর্মও নবী করা ছাড়া আর কিছুই পারে না। নতুবা এই আয়াতে যে খোদাতালার কাছে নেককার হইবার জন্য প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে হয়। কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের এই কথা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين *

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসুলের অনুসরণ করে তাহারা ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্গত হয় যাহাদিগকে আল্লাহ্তালা নেয়ামত দান করিয়াছেন, তাঁহারা নবী সিদ্দিক, শহিদ ও নেককারগণ।"

অতএব আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর পয়রবী করিলে যে নেককার, শহিদ, সিদ্দিক নবীগণের তুল্য হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং এই সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আল্লাহ্তালা এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

৫ নং আপত্তি

"মীর্যা সাহেব ছাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী ও দুনিয়ার সমস্ত এমাম মুজ্তাহেদ, মুহাদ্দিছ ও অলির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, কাজেই তিনি নবী, শহিদ ও সিদ্দিকগণের পথগামী ছিলেন না, কাজেই তাঁহার নবী শহিদ ও সিদ্দিকগণের মসিল হওয়া ত দূরের কথা, এক জন মুসলমান নামে অভিহিত হইতে পারেন কি না ইহাতে সন্দেহ আছে।

উত্তর

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আখেরি জামানায় মৌলবী-মৌলানাগণ আকাশের নীচের সকল জীব হইতে নিকৃষ্টতম হইবে। হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলাফেসানী (রহঃ) বলিয়াছেন, মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সমসাময়িক মৌলানাগণ তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে না পারিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিবে কুফরের ফতওয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত দুনিয়াতে কোন নবী, রসুল, ইমাম, অলি, গৌছ, কুতুব, জন্মগ্রহণ করেন নাই যাঁহার বিরুদ্ধে জামানার মৌলানা মৌলবীগণ কুফরের ফতওয়া না দিয়াছে। অতএব মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এরূপ কথায় আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। পূর্ব্ব হইতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী

অনুযায়ী মৌলানা সাহেবদের এরূপ ফতওয়া হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতারই এক প্রমাণ।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এই আখেরী জামানার বেদাতি পীর, মুরিদ-ব্যবসায়ী ভণ্ড ফকীর দুনিয়া-লোভী স্বার্থপর ওয়াজ-পেশাদের আরোপ করা বিকৃত মুখোস হইতে ইসলামের সুন্দর চেহারাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-র শিক্ষাকে দুনিয়াতে পুনঃ স্থাপন করিবার ভিত্তি গাড়িয়াছেন, সাহাবা, তাবেয়ী, তাব-তাবেয়ী ইমাম, মুজতাহেদ মুজাদ্দিদ, অলি গৌছ ও কুতুবদের বাঞ্ছিত 'তরিক', সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। অন্যায় জিদের আঁধুটি চোখ হইতে খুলিয়া ফেলিলে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও ইহা দেখিতে পাইতেন।

৬নং আপত্তি

"যদি হযরতের তাবেদারী করাতে তাঁহার মছিল হওয়া যায় তবে ছাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী এই তিন সম্প্রদায় হযরতের শ্রেষ্ঠতম তাবেদার হইয়া কেন মসিলে-মোহাম্মাদ বলিয়া দাবী করিলেন না?"

উত্তর

তবে কি মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বলিতে চান, রসুলে করীম (সাঃ) সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীদের মধ্যে কেহই রসুল করীম (সাঃ)-এর মসিল ছিলেন না? মৌলানা সাহেব নিজেই কতিপয় সাহাবার কথা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা গুণে চরিত্রে, রীতিতে, আকৃতিতে, রসুল করীম (সাঃ)-এর মসিল ছিলেন। (কাদিয়ানী রদ, ৩য় ভাগ, ২৮।২৯ ৩০।৩১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। এখানে আসিয়া আবার বলিতে চান, কেহই রসুলে করীম (সাঃ)-এর মসিল ছিলেন না।

دروغ گورا حافظه نباشد –

আর যদি বলিতে চান যে, মসিল ত ছিলেন, নবীর মসিল হওয়াই উম্মতের আদর্শ, রসুলে করীম (সাঃ) সাহাবা তাবেয়ী, তাব-তাবেয়ী এবং নিজের ভাবী উম্মতের মধ্যে স্বীয় আদর্শ স্থাপন করিতে অকৃতকার্য্য হন নাই, কিন্তু আঁ-হযরতের উম্মতে আঁ-হযরতের বহু মসিল থাকা স্বত্তেও আর কেহই দাবি করেন নাই কেন? এ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মসিল হইলেই দাবী করিতে হইবে এই কথা মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন, দাবী করা ত আল্লার তরফ হইতে সংস্কারের জন্য নিয়োজিত প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য। মসিল হওয়ার সঙ্গে দাবী করার কোন সম্বন্ধ নাই। মৌলানা সাহেব একটু তলাইয়া দেখিলেই ঐই সহজ কথাটা বুঝিতে পারিতেন।

'সাহাবাদের রসুল করীম (সাঃ) এর মসিল তুল্য, হওয়ার যে সমস্ত হাদীস মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মৌলানা সাহেবের নিজের তরজমা সহ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

মেশকাত, ৫৭৪ পৃষ্ঠ : -

عن حذيفة قال ان اشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن ام عبد *

হোজায়ফা বলিয়াছেন, নিশ্চয় লোকদিগের মধ্যে এবনে ওম্মে-আব্দ (আবদুল্লাহ বেনে-মসউদ) তরিকা, চরিত্র ও রীতিতে রাছুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন।

قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي *

সহিহ বোখারি, ১৫২৬ পৃষ্ঠা :—

"নবী (সাঃ) জাফর বেনে আবি তালেবকে বলিয়াছিলেন, তুমি রূপে এবং চরিত্রে আমার সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইয়াছ।"

তফসিরে জোমাল :—

قال ان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني

فانك غفور رحيم و مثل عيسى قال ان تذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم و مثلك يا عمر مثل نوح قال رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا و مثلك مثل موسى قال ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم *

'হযরত বলিয়াছিলেন, হে আবুবকর, তোমার অবস্থা এবরাহিমের ন্যায়, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি আমা হইতে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু। আরও তোমার অবস্থা ইসার ন্যায়, তিনি বলিয়াছেন, যদি তুমি তাহাদের উপর শাস্তি কর, তবে নিশ্চয় তাহারা তোমার বান্দা। আর যদি তাহাদিগকে মাফ কর, তবে নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত হেকমত বিশিষ্ট। হে ওমর, তোমার অবস্থা নুহের তুল্য, তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি পৃথিবীতে কাফেরদিগের মধ্যে কোন জীবিতকে ত্যাগ করিও না। তোমার অবস্থা মুসার তুল্য তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি তাহাদের সম্পত্তগুলিকে ধ্বংস কর এবং তাহাদের হৃদয়ে কাঠিন্য আনয়ন কর।"

৭নং আপত্তি

'মীর্যা সাহেব মাসলে-আদম, মাসলে-নুহ, মাসলে দাউদ, মাসলে ইয়োহফ, মাসলে ইব্রাহিম, মাসলে-মুসা, বলিয়া দাবী করিয়াছেন, এক্ষনে তিনি ইহুদী হওয়াদি শরিয়তের তাবেদারী করিয়াছিলেন কি?

উত্তর

হযরত রসুল করীম (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর মসিল বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا * (مزمل)

আমি তোমাদের কাছে এক রসুল তোমাদের উপর সাক্ষ্য করিয়া পাঠাইয়াছি যেমন রসুল ফেরাউনের কাছে পাঠাইয়াছিলাম।' আঁ-হযরত (সাঃ) মুসা (আঃ)-এর শরিয়তের তাবেদারী করিয়াছিলেন কি? মৌলানা সাহেব যে উত্তর দিবেন আমাদের সেই উত্তর জানিয়া লইবেন।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

الا نبياء اخوة من علات (مشكوة)

'নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রিক ভ্রাতা"—অর্থাৎ নবীগণ পরস্পর একে অন্যের মসিল; কিন্তু সব নবীই ত একে অন্যের তাবেদারী করেন নাই।

উপরোক্ত নবীদের মসিল হইয়াও হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) মাত্র মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এরই তাবেদারী করিয়াছেন যেহেতু তিনি হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এরই উম্মতী নবী ছিলেন।

৮নং আপত্তি

علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل

"আমার উম্মতের আলেমগণ বনি-ইস্রাইলের নবীদের মত।" এই হাদীসটি বিদ্বানগণের মতে জয়ীফ।

উত্তর

রেওয়াতের দিক দিয়া এই হাদীসকে কেহ কেহ জয়ীফ বলিয়া থাকিলেও মর্ম্মের দিক দিয়া এই হাদীসের সহী হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেই কতিপয় হাদীস এই মর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন, যাহাতে রসুল করীম (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে হযরত নুহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুসা ও হযরত ইসা (আঃ)-এর মসিল বলা হইয়াছে।

সুতরাং মর্ম্মের দিক দিয়া এই হাদীস যে সহী এবিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না।

৯নং আপত্তি

"রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, নবীগণ ও রসুলগণ ব্যতীত পূর্ব ও শেষ জামানার অর্দ্ধ বৃদ্ধ বেহেশতিদিগের অগ্রণী আবুবকর ও ওমর হইবে। ইহাতে

বুঝা যায় হযরত আবুবকর ও উমর এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহারা কোন নবীর দরজায় পৌঁছিতে পারেন নাই। কাজেই এই উম্মতের আলেমগণ বনি-ইস্রাইলের নবীগণের তুল্য হইবেন কিরূপে?

উত্তর

উপরোক্ত বর্ণনায় মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে-হাদীস পেশ করিয়াছেন তাহাতে মৌলানা সাহেব স্বীকার করিতেছেন, নবীগণ ও রসুলগণ ব্যতীত অন্যান্য অর্দ্ধ বৃদ্ধ বেহেশ্‌তিদের মধ্যে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন। আর মসিহে মওউদ সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি একজন উম্মতী নবী হইবেন। সুতরাং হযরত আবুবকর ও উমর (রাঃ) নবুওয়তের দরজায় না পৌঁছিয়া থাকিলেও মসিহে মওউদ (আঃ)-এর নবী হওয়ার উপর মৌলানা সাহেবের আপত্তি থাকিতে পারে না।

আর তুল্য হইবার কথাও মৌলানা সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে হাদীস পেশ করিয়াছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর ছিদ্দীককে হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসা (আঃ)-এর মত ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-কে হযরত নুহ ও হযরত মুসা (আঃ)-এর তুল্য এবং হযরত আলী (রাঃ) কে হযরত ইসা (আঃ)-এর সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন বলিয়াছেন। আবার এখানে বলিতেছেন, এই উম্মতের কেহই বনী ইস্রাইলের নবীদের তুল্য হইতে পারে না, حذو القذة بالقذة শুধু তুল্য বা মসিল হওয়া, আর নবীর দরজায় পৌঁছা এক কথা নহে, এই সহজ কথাটা মৌলানা সাহেবও একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিবেন।

১০নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিতে রত থাকিতেন।

উত্তর

সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করাই কোরআন শরীফের আদেশ।

كلوا حلالا طيبا ـ هنيئا مريئا

"হালাল ও পুষ্টিকর খাদ্য সুস্বাদু করিয়া খাও।"

এই ধরণের আপত্তি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধেও কাফেরগণ করিয়াছিল। তদুত্তরে আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين امنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة *

("হে মোহাম্মাদ) তুমি বল, কে হারাম করিয়াছেন ঐ সমস্ত সৌন্দর্য্যের উপকরণগুলিকে এবং ভাল ভাল ও পুষ্টিকর খাদ্যগুলিকে যাহা আল্লাহ্ তালা তাঁহার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; তুমি বলিয়া দাও এগুলি মোমেনদের জন্য পৃথিবীতেও এবং বিশেষভাবে পরকালেও।"

কোরআন শরীফের এই আয়াত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আজকাল অনেক ভণ্ড তপস্বী মুটা পীর সাজিয়া বিভিন্ন রকমের তরীকা বাহির করিয়াছে, গান গাওয়া, নাচা, মালাজপ করা, জজবা করা, দমকসি করা, বিস্বাদ খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের ফকীরি ফলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আমি নিজে এক ফকীরকে দুধের মধ্যে ছাই মিশাইয়া খাইতে দেখিয়াছি। উদ্দেশ্য এইরূপ বৈরাগ্য দেখাইয়া লোকদিগকে আকৃষ্ট করা। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কোন দাওয়াতে দুধের সহিত ছাই কিম্বা কোরমার সহিত মাটি মিশাইয়া বিস্বাদ করিয়া খান কি না তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আল্লার দেওয়া নেয়ামতকে বিস্বাদ করিয়া খাওয়া এবং অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া ইস্‌লামের শিক্ষা নয়। আর 'রত থাকা'র কথা মৌলানা সাহেবের বাচালতা।

১১নং আপত্তি

"টাকা-কড়ি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে হালাল হারাম কিছুরই বাদ-বিচার করেন নাই"।

উত্তর

لعنة الله على الكاذبين

মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র 'লানত' পড়ুক, আমীন।

বলি, মৌলানা সাহেব এই কথার কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারিবেন কি? না ভণ্ড তপস্বি, ভণ্ড ওয়ায়েজ ও বক ধার্ম্মিকের গুপ্ত রহস্য জমানার ইমাম আসিয়া উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মৌলানা সাহেবগণ রাগে আচ্ছন্ন হইয়া মিথ্যা বকাবকি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১২নং আপত্তি

"লোকদিগের গালিগালাজে নিজের কিতাবগুলি পূর্ণ করিয়াছেন।"

উত্তর

এই জামানার বক ধার্ম্মিক ভণ্ড মৌলবী মৌলানাদের ভণ্ডামি ও ভণ্ড ফকীরদের গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন গালি-গালাজ করেন নাই। যাহারা আল্লার তরফ হইতে লোকের শিক্ষার জন্য লোকের সংস্কারের জন্য নিযুক্ত হন তাঁহাদিগকে এই রকম তিক্ত সত্য কথা বলিতে হয়। যাহারা প্রকৃত অপরাধী তাহাদের গায়ে এই রকম কঠোর অপ্রিয় সত্য কথাগুলি অতি তীব্র ভাবে বিঁধে, তাই তাহারা চেঁচাইয়া উঠিয়া আবল-তাবল বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিজাজ ঠাণ্ডা করিয়া চিন্তা করিলে তিনি নিজেও বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার এই সমস্ত কথার কোন অর্থই হয় না।

১৩নং আপত্তি

তাহার নাম ইসা ছিল না, তিনি কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাহার পিতার নাম গোলাম মরতুজা ছিল। হযরত ইসা (আঃ)-এর শিক্ষা ছিল এক ক্রোশের পরিবর্ত্তে দুই ক্রোশ পথ চলিবে, এই সমস্ত শিক্ষা মীর্যা সাহেবের ছিল না, কাজেই তিনি মসিলে মসিহ হইতে পারেন না।

উত্তর

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) মসিলে মুসা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নাম, তাঁহার মাতার নাম, তাঁহার পিতার নাম তাঁহার শিক্ষা ইত্যাদি মুসা (আঃ)-এর মত ছিল না। মুসা (আঃ) জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, উম্মত সহ 'মন্না' এবং 'ছালওয়া' খাইয়াছেন। আঁ-হযরত (সাঃ) মুসা (আঃ)-এর মসিল হইয়াও সেই রকম কিছুই করেন নাই। অথচ কোরআন শরীফে আঁ হযরত (সাঃ)-কে মসিলে মুসা বলা হইয়াছে। এই রকম উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মসিহ মওউদ বনি-ইস্রাইলের মসিহের মসিল হওয়া সত্ত্বেও মা, বাপ, শিক্ষা ইত্যাদির দিক দিয়া ইস্রাইলি মসিহের মত নহেন। কেবল কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে ইসা (আঃ)-এর সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মসিলে ইসা বলা হইয়াছে।

এই উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসিহের 'মসিহ' নাম হওয়ার বড় কারণ, আঁ-হযরত (সাঃ) আখেরী জামানার মৌলানা মৌলবী ও তাঁহাদের অন্ধ পূজারি মুরিদদিগকে ইহুদীদের মসিল বলিয়াছেন।

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا
بذراع لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم *
(بخاري)

"তোমরা হুবহু ইহুদীদের মত হইবে, এক মাপ কাঠি যেমন আর এক মাপ কাঠির সমান হয় এই রকম। ইহুদীরা যদি কোন গোসর্পের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তোমরাও তাহাই করিবে।"

এই জন্যও আল্লাহ্‌তা'লা এই উম্মতের সংস্কারক ইমাম মাহদীকেও মসিহ নামে অভিহিত করিয়াছেন।"

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

مردم نا اهل گویندم که چون عیسی شدی
بشنو از من این جواب شان که ای اهل حسود
چو شما را شد یهود اندر کتاب پاک نام
پس خدا عیسی مرا کرد ست از بهر یهود
ورنه از روے حقیقت تخم ایشان نیستند
نیز هم من ابن مریم نیستم اندر وجود

"অজ্ঞ লোকেরা আমাকে বলে তুমি কেমন করিয়া ঈসা হইলে? তাহাদের এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছ থেকে শুন, হে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিগণ! যেহেতু পবিত্র কিতাবে তোমাদের নাম ইহুদী হইয়াছে, সেই হেতু খোদা আমাকে ঈসা করিয়াছেন ইহুদীদের জন্য। নতুবা তাহারা প্রকৃত ইহুদী নয় আর আমিও দৈহিক ভাবেই ইবনে মরিয়ম নহি।"

১৪নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব ঘোর সংসারী ছিলেন। টাকা কড়ি সংগ্রহ করিতেন, দুনিয়াদারীর জন্য দালান বসাইতেন; নিজের বাসগৃহ বানাইতেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা। তিনি মোটেই সংসারী লোক ছিলেন না। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই কাদিয়ানি-রদ পুস্তকে নিজেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি মেহমানখানা, মসজিদ ইত্যাদির জন্য এবং তবলিগী কাজের জন্য খ্রীষ্টানদের মোকাবেলাতে মাসিক পত্র বাহির করিবার জন্য তিনি চাঁদা লইতেন। অতএব খোদার কাজে খরচ করিবার জন্য তিনি চাঁদা ও জাকাত ইত্যাদি লইতেন এবং বয়তুল-মাল স্থাপন করিয়া ইহা বয়তুল-মালে রাখিতেন ও ইসলামের বিধান অনুসারে দিনী কাজে খরচ করিতেন।

পরের টাকা দিয়া নিজের বাড়ি-ঘর বানাইতেন না। আর যদি কোন ভক্ত তাঁহাকে কোন কিছু হাদিয়া দিতেন তিনি তাহা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসারে কবুল করিতেন।

এই রকম বাজে এবং মিথ্যা কথা বলিয়া মৌলানা সাহেব তাঁহার নিজের বিক্ষিপ্ত চিত্তেরই পরিচয় দিতেছেন।

১৫নং আপত্তি

হযরত ঈসা (আঃ) বিবাহ করেন নাই, মীর্যা সাহেব বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং উপযুক্ত স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মোহাম্মদী বেগমের প্রেমে পড়িয়া— — — —,

উত্তর

এই আপত্তির বিস্তারিত উত্তর আমি দিয়া আসিয়াছি। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিবাহ নিয়া এবং একাধিক বিবাহ নিয়া ইসলাম দ্রোহী পাদরী ও রঙ্গিলা রসূলের গ্রন্থকার ইত্যাদির মত মৌলানা সাহেবও জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

আমি বলিয়া আসিয়াছি, যে সমস্ত তফসীর পড়িয়া মৌলানা সাহেবেরা মৌলান-গিরীর সনদ পান, ঐ সমস্ত তফসীরের অনেক গুলিতেই স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে পর্য্যন্ত লিখা আছে যে, তিনি নিজের পালক পুত্র বধূর উপর আশেক হইয়াছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ।)

قال مقاتل انه صلى الله عليه و سلم اتى زيدا يوما فطلبه فابصر زينب قائمة و كانت بيضاء جميلة جسيمة من اتم نساء قريش فهواها (تفسير جلالين حاشيه نعوذ بالله)

ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع فى نفسه حبها و فى نفس زيد كراهتها جلالين نعوذ بالله

এই সমস্ত তফসীর লিখকদের উল্লিখিতরূপ লিখা পাঠ করিয়া এবং এই প্রকারের তফসীরগুলিকে অকাট্য প্রমাণের মত মনে করিতে করিতে মৌলানা সাহেবদের নৈতিক অবস্থাও হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং এই কারণেই

তাহারা এইরূপ ভিত্তিহীন অশ্লীল কথা যখন রসুল করীম (সাঃ) এর প্রতি আরোপ করিতে পারিয়াছে ইমানের দাবী রাখিয়াও তখন শত্রুতা মূলে এই রকম ভিত্তিহীন অশ্লীল কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আরোপ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এই প্রকৃতির কথাবার্তা যে মৌলানা সাহেবদের মজ্জাগত হইয়াছে।

১৬নং আপত্তি

"মীর্যা সাহেব কোন পীরের মুরীদ ছিলেন না, তিনি তরিকতের কি বুঝিবেন?"

উত্তর

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন -

دیگر استاد را نامے ندانم
که خواندم در دبستان محمد

"অন্য উস্তাদের কথা আমি জানি না, আমি যে মোহাম্মাদের পাঠশালায় পড়িয়াছি।"

বস্তুতঃ মসিহ মওউদ ও মাহদী যে এল্মে-লাদুন্নি, অর্থাৎ দৈব-শক্তি হইতে জ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা অন্ততঃ মৌলানা নামের সম্মান রক্ষার জন্য হইলেও জানিয়া রাখা উচিত ছিল। মসিহ মাহদী হওয়া দাবী কারকের বিরুদ্ধে তরিকতের পীরের মুরীদ না হওয়ার আপত্তি করা শুধু জ্ঞানের অভাব নয়, বুদ্ধিরও অভাব বটে।

মৌলানা সাহেবের এই আপত্তিতে একটা গল্প মনে পড়িল। একজন তালেবে-এল্ম ফেকাহ্ পাঠ শেষ করিয়া যখন হাদীস পড়িতেছিল, তখন এক হাদীসে পড়িতে পাইল যে, খাঁ-হযরত (সাঃ) কোন শিশুকে কোলে লইয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন; তখন সেই বুদ্ধিমান ছাত্রটি বলিয়া ফেলিল—"মোহাম্মাদ সাহেব কি নামাজ টুট গায়ী কেওঁকে কান জমে লিক্ষা হ্যায় কেহ্ আমলে কাছীর ছে নামাজ টুট যাতী হ্যায়"। ইমাম মাহদী ও মসিহের যিনি দাবী করেন, তিনি কেন পীরের মুরীদ হইলেন না, এই প্রশ্নটাও ঠিক এই ধরণের।

ধর্ম্ম নিয়া যখন ব্যবসা আরম্ভ হয়, পীর-পুরোহিত বনামে ভণ্ড তপস্বীরা যখন ধর্ম-জগত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, প্রকৃত ইসলামী তরীকার স্থানে যখন বিভিন্ন রকমের বেদাতী তরীকার প্রচলন হয় তখনই যে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কাহারো আসিবার প্রয়োজন হয় এবং আসে ইহা একটা সোজা কথা। যাঁহারা মানব জাতির এছলাহ বা সংশোধনের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নিয়োজিত হন, তাহাদিগকে মুরীদ করার মত উপযুক্ত লোক যদি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের আবির্ভাবেরই কি প্রয়োজন? ধর্মের নামে ভণ্ডামী দূর করিয়া প্রকৃত ধর্ম কায়েম করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আল্লাহর নিয়োজিত নবীগণ আবির্ভূত হন। তাঁহারা কেন দুনিয়ার পীরের মুরীদ হইবেন? মৌলানা সাহেবদের ইস্রাইলী মসিহ কাহার মুরীদ হইবে বলিতে পারেন কি?

১৭নং আপত্তি

বায়েজিদ বুস্তামী ত ফানা-ফিল্লাহ্-প্রাপ্ত অলি ছিলেন, অচৈতন্য অবস্থায় নিজকে মসিলে আম্বিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, সচেতন অবস্থায় বলা কাফেরী এই হেতু শরীয়তের আলেমগণ বায়েজীদ বুস্তামীর উপর কাফেরের ফতোয়া দিয়াছেন।

উত্তর

বাঃ মৌলানা! নিজেই বলেন হযরত বায়জিদ বুস্তামী ফানা-ফিল্লাহ্ অবস্থায় বেহুশ হইয়া নিজকে মসিলে আম্বিয়া বলিয়া ফেলিতেন, আবার নিজেই বলেন, সচেতন অবস্থায় বলিয়াছিলেন বলিয়া বায়েজীদ বুস্তামীকে শরীয়তের আলেমগণ কাফেরী ফতোয়া দিয়াছেন। অচেতন অবস্থায় বলিলে শরীয়তের আলেমগণ এত বড় একজন অলিউল্লাহ্‌কে কাফেরী ফতওয়া দিলেন কেন?

বস্তুতঃ অচেতন অবস্থায় কেহই নিজদিগকে মসিলে আম্বিয়া বলেন নাই, আম্বিয়ার মসিল হওয়া কোনও অন্যায় কথা নহে।

খাজা মীর দরদ দেহলবী (রঃ) বলিয়াছেন—

الله الله هر انسان بقدرت کامله حق
تعالیٰ عیسیٔ وقت خویش است و در
هر دم او را معاملهٔ نفس عیسوی در پیش
است (رسالهٔ میر درد ص ۲۱۱)

"আল্লাহ! আল্লাহ! প্রত্যেক কামেল ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার কামেল শক্তিতে নিজ নিজ জমানার ইসা ছিলেন, প্রত্যেক মূহূর্ত্তেই ইসা সদৃশ আত্মিক বিষয় তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে।"

শাহ-নেয়াজ মোহাম্মাদ দেহলবী (রহঃ) বলিয়াছেন :—

عیسئ مریمی منم احمد هاشمی منم
حیدر در شیر نر منم من نه منم من منم
(دیوان شاه نیاز احمد) ۲۲

"মরিয়মী ইসা আমি, হাশেমি আহমদ আমি, নর-শার্দ্দুল হায়দর আমি, আমি আমি নই, আমি আমি।"

হযরত মুইনুদ্দীন চিস্তী (রহঃ) বলিয়াছেন—

دم بدم روح القدس اندر معینے میدمد
من نمی گویم مگر من عیسئ ثانی شدم

"মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে উদ্ভব হইতেছে, আমি বলি না, পরন্ত আমি দ্বিতীয় ইসা।"

উল্লেখিত বড় বড় অলিউল্লাদের এই সমস্ত এবারত ও কবিতা পাঠ করিয়া কেহ বলিতে পারে না যে, তাঁহারা বেহুঁশ অবস্থায় এই সমস্ত কবিতা বলিয়াছেন এবং কিতাবাদি রচনা করিয়াছেন।

অতএব এই সমস্ত কথা তাঁহারা চৈতন্যহীন অবস্থায় বলেন নাই। তবে সমসাময়িক মৌলানা-মৌলবী সাহেবদের কাফেরি ফত্‌ওয়া দেওয়ার কথা স্বতন্ত্র। কোন নবী, কোন অলি, কোন গওছ, কোন কুতুব কোন ইমাম, কোন মুজাদ্দিদ, আজ পর্যন্ত তাহাদের কাফেরী ফত্‌ওয়ার হাত হইতে রক্ষা পান নাই।

১৮নং আপত্তি

"হযরত ইসা (আঃ) মোজেজা দেখাইয়াছেন, মীর্যা সাহেব তদনুযায়ী কিছুই করিতে পারেন নাই।"

উত্তর

হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজা ঈহুদী মৌলানারা স্বীকার করে নাই, আর হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর মোজেজাও ইহুদীদের দ্বিতীয় সংস্করণে স্বীকার করিতেছে না। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—

لتتبعن سنن من قبلكم ۰ (بخاری)

দুনিয়ার সমস্ত শক্তির সাহায্য নিয়া মৌলানা সাহেবগণের বিরুদ্ধাচরণ করা সত্বেও আজ হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জামাত দুনিয়ার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর অলৌকিক মোজেজা না দেখিলে ইহা সম্ভব হইত না।

১৯নং আপত্তি

একজন সামান্য উম্মতি হইয়া একজন শ্রেষ্ঠ নবীর তুল্য হইবেন ইহা কোন বিবেক সম্পন্ন লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

উত্তর

অবশ্য খ্রীষ্টান প্রভাবান্বিত বিবেক বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, মোহাম্মাদী উম্মতের প্রতিশ্রুত মসিহ আঁ হযরতের উম্মতি নবী হইয়াও কোন দিক দিয়া ইস্রায়িলী মসিহ হইতে কম মর্যাদা সম্পন্ন হইবেন না। মৌলানা সাহেব ইস্রাইলি ইসা (আঃ)-কে একজন শ্রেষ্ঠ নবী স্বীকার করিয়াও হযরতের উম্মতি হইবেন বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু হযরতের

উম্মতের মধ্য হইতে ইস্রাইলি ইসার মত নবী আসা স্বীকার করেন না, এমনই হতভাগা তিনি এই শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতকে মনে করেন।

২০নং আপত্তি

"মীর্যা সাহেব হযরত ইসা (আঃ) এবং হযরত ইসা (আঃ)-এর মা মরিয়ম এবং তাঁহার পূর্ব পুরুষদিগকে গালি দিয়াছেন।"

উত্তর

মিথ্যা কথা! মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এবং তাঁহার সহব্যবসায়ী বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবগণ হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর কতকগুলি এবারতের মর্ম বিকৃত করিয়া পেশ করতঃ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিবার জন্য এরূপ কথা বলিয়া থাকেন।

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) নিজে মসিলে-মসিহ হওয়ার দাবী করিয়া, হযরত ইসা (আঃ)-কে বা তাঁহার মা ও পূর্ব পুরুষদিগকে মন্দ বলিতে পারেন না, বলেনও নাই।

বিরুদ্ধবাদী মৌলানা ও মৌলবী সাহেবগণ যে-সমস্ত এবারত পেশ করিয়া এই অযৌক্তিক কথা প্রচার করিয়া থাকেন, এই সমস্ত এবারতের প্রকৃত মর্ম বর্ণনা করিবার পূর্বে আমরা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই মৌলানা সাহেব তাঁহার 'কাদিয়ানি-রদ' পুস্তকের ৪র্থ ভাগে ১৩ ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"মীর্যা সাহেবের খোদা কি পরিমাণ কালির দরকার ছিল তাহা কি অবগত নহেন, এমন কি, দরকারের বেশী কালি লইয়া অপব্যয় করিলেন? তিনি কি অন্ধ, নিকটস্থ লোকের টুপি নষ্ট করিয়া দিলেন?"

খোদা সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এরূপ অকথ্য কথা কেন বলিলেন? তিনি খোদাকে কেন অন্ধ বলিয়া গালি দিলেন?

এই রকম হানাফী জমাতের বড় বড় বুজুরগানে-দীন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে বহস করিতে হযরত ইসা (আঃ) ও ইসা (আঃ)-এর পূর্ব্ব পুরুষ, বনীইস্রাইলের আম্বিয়া-দের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

আহ্‌লে সুন্নত-ওলজমাতের বিখ্যাত আলেম মৌলানা আলহাসান সাহেব 'আল এস্তেফসার' কিতাবে লিখিয়াছেন :-

حضرت عیسیٰ کے معجزہ احیائے موت
کا بعض بھان متی کرتے پھرتے ہیں
(استفسار ص ۳۳۶)

"হযরত ইসার মোজেজা মৃতকে জীবিত করা কোন কোন ভানমতিও করিতে পারে।"

اشعیا اور ارمیا اور عیسیٰ علیہ السلام
کی غیب گوئیاں قواعد نجوم اور رمل سے
بخوبی نکل سکتی ہیں بلکہ اس سے بہتر
(استفسار ص ۳۳۶)

"যীশাইয়া, আরমিয়া ও ইসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মত ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিদ্যা দ্বারাও বলা যাইতে পারে বরং আরও ভালরূপে।"

حاصلہ یہ بات ہے اکثر پیشگوئیاں انبیاء
بنی اسرائیل کی ایسی ہیں جیسے خواب
یا مجذوب کی بڑ (استفسار)
ص ۱۳۳)

"বনী ইস্রাইলের পয়গম্বরদের সকলের সম্বন্ধেই মোটামুটি ভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যেন স্বপ্ন কিংবা পাগলের প্রলাপ।"

মৌলানা রহমতুল্লাহ্‌, মুজাহেরে-মক্কী তাঁহার গ্রন্থ 'এজালাতুল আওহাম' কিতাবে লিখিয়াছেন :—

همراہ جناب مسیح بسیار زنان می گشتند
ومال خود می خورانیدند زنان فاحشہ

پائے ہائے آں جناب را می بوسیدند و آنجناب مرثا و مریم را دوست می داشت و خود شراب برائے نوشیدن دیگر کسان عطا می فرمودند (ایضا ص ۳۷۰)

জনাব মসীহ্‌র সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোক ঘুরাফেরা করিত এবং নিজেদের মাল খাওয়াইত; বেশ্যা স্ত্রীলোকগণ তাঁহার পদচুম্বন করিত। মরতা ও মরিয়মকে তিনি ভালবাসিতেন, অন্য লোকদিগকে পান করাইবার জন্য মদ দান করিতেন।"

زہے پاکیزگی فرزندان یعقوب علیہ السلام کہ فرزندِ کلاں بکنیزک پدر ہم بستر شدند و فرزند دوم زوجۂ پسر را در آغوش کرد .... و در اولاد ہمین فارض کہ از شکم تامار نیکو شعار بر آمدہ داؤد و سلیمان و مسیح اند (ص ۳۵ ایضا)

ইয়াকোব (আঃ)-এর সন্তানদের কি আশ্চর্য্য পবিত্রতা! বড় ছেলেটি পিতার দাসীর সঙ্গে সহবাস করেন, দ্বিতীয় ছেলেটি পুত্র-বধুর সঙ্গে সহবাস করেন...... ইহার ফলে তাঁমার-এর গর্ভে যে ছেলে ফারেজের জন্ম হইয়াছিল দাউদ এবং মসিহ তাহার বংশধর।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, হানাফীদের বিখ্যাত আল্লামা ও বুজুরগানে-দীনগণ, এমন কি, মুহাদ্দেরে মক্কী পর্যন্ত হযরত ইসা (আঃ) ও বনিইস্রাইলের অন্যান্য নবীদের সম্বন্ধে যে-সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; তাহা কি কোরআনে উল্লেখিত ইসা ও ইস্রাইলি নবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারেন? কোন মোসলমানের পক্ষে কোরআনে উল্লেখিত নবীদের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

আমার বিশ্বাস প্রত্যেক বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, উল্লিখিত এবারতগুলির মধ্যে খ্রীষ্টানি বাইবেলে বর্ণিত ইসা ও বনিইস্রাইলি নবীদের স্বরূপ পেশ করা হইয়াছে। এরূপ ইসা বা নবীদের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও খ্রীষ্টানদের কিতাবের বর্ণনায় মানস-জগতে যেরূপ ইসা ও নবীদের অস্তিত্ব কল্পিত হয়, সেই খ্রীষ্টান-কল্পিত বাইবেল-চিত্রিত ইসা ও ইস্রাইলি নবীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হানাফী বুজরগান উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। বহছ করিতে প্রতিপক্ষের ভ্রান্তি দেখাইয়া দিবার জন্য এই রকম দোষনীয় নহে, বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহাকে মুনাজারা শাস্ত্র এলজামি জওয়াব বলা হয়। হানাফী মহাত্মাদের ঐরূপ বলাতে কোরআনে বর্ণিত হযরত ইসা (আঃ) এবং বনি-ইস্রাইলের অন্যান্য নবীদের মর্য্যাদার কোন হানী হয় নাই।

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর যে-সমস্ত এবারত পেশ করিয়া মৌলানা সাহেবগণ হযরত ইসা (আঃ)-কে গালি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মিছামিছি জনমতকে উত্তেজিত করিবার হীন প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন ঐ সমস্ত এবারত সম্বন্ধেও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজেই লিখিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে :—

(۱) یاد رہے کہ یہ ہماری رائے اس یسوع کی نسبت ہے جس نے خدائی کا دعوی کیا اور پہلے نبیوں کو چور اور بٹمار رکھا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بجز اسکے کچھ نہیں کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئنگے - ایسے یسوع کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے (انجام آتھم ص ۱۳)

(۲) اس بات کو ناظرین یاد رکھیں کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اس طرز سے کلام کرنا ضروری تھا جیسا کہ وہ ہمارے مقابل کرتے ہیں عیسائی لوگ درحقیقت ہمارے اس عیسی علیہ السلام کو نہیں مانتے

(১) "স্মরণ রাখা উচিত যে আমাদের অভিমত সেই যীশু সম্বন্ধে, যে খোদাই দাবী করিয়াছিল, এবং পূর্ববর্তী নবীদিগকে চোর ও বাটপার ছাড়া আর কিছুই বলে নাই, এবং খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ) সম্বন্ধে এই কথা ছাড়া আর কিছুই বলে নাই যে, 'আমার পরে সব মিথ্যাবাদী নবী আসিবে'। এই রকম যীশুর কথা কোরআনের কোথাও উল্লেখ নাই।"

(২) 'পাঠক এই কথা স্মরণ রাখিবেন যে, খ্রীষ্টান-ধর্মের আলোচনায় আমাদিগকে এই প্রকারের কথা বলার প্রয়োজন ছিল, যে প্রকারের কথা উহারা আমাদের বিরুদ্ধে বলিয়া থাকে। খ্রীষ্টানেরা প্রকৃত পক্ষে আমাদের সেই ঈসা (আঃ)-কে বিশ্বাস করে না যিনি নিজেকে কেবল বান্দা এবং নবী বলিতেন, এবং পূর্ববর্তী নবীদিগকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, আর আগমনকারী নবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর উপর সততার সহিত বিশ্বাস রাখিতেন; এবং যাঁ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বরং তাহারা যীশু নামীয় এমন একজন লোককে মানিয়া থাকে যাহার কথা কোরআন করিমের কোথাও উল্লেখ নাই; এবং বলিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি খোদাই দাবী করিয়াছিল, পূর্ববর্তী নবীদিগকে বাটপার ইত্যাদি নামে স্মরণ করিত, আর তাহারা ইহাও বলিয়া থাকে যে, আমাদের নবী করীম সাঃ) সম্বন্ধে সে, কঠোর অবিশ্বাস পোষণ করিত; এবং সে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছে যে আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীই আসিবে, অতএব আপনারা ভাল ভাবেই অবগত আছেন যে, কোরআন শরীফে এমন ব্যক্তির উপর ঈমান আনিতে আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।"

(৩) "পাদরীদের যীশুর চাল-চলন সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলার প্রয়োজন ছিল না। তাহারা অন্যায় ভাবে আমাদের নবী করীম (সাঃ)-কে গালাগালি করিয়া

جو اپنے نبیں صرف بندہ اور نبی کہتے تھے اور پہلے نبیونکو را ستباز جانتے تھے۔ اور آنے والے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم پر سچے دل سے ایمان رکھتے اور آنحضرت کے بارے میں پیشگوئی کی تھی بلکہ ایک شخص یسوع نام کو مانتے ہیں جسکے قران کریم میں کہیں ذکر نہیں - اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے خدائی کا دعوی کیا اور پہلے نبیوں کو بٹمار وغیرہ ناموں سے یاد کرتا تھا - یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے نبی کریم صلی وسلم کا سخت مکذب تھا - اور اسنے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد سب جھوٹے ہی آوینگے - سو آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ قران شریف میں ایسے شخص پر ایمان لانیکے لئے ہمیں تعلیم نہیں دی - (آریہ دھرم ٹائیٹل پیج)

(৩) ہمیں پادریونکے یسوع اور اسکی چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی - اُنہوں نے ناحق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو گالیاں دیکر ہمیں آمادہ کیا کہ انکے یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں چنانچہ اس پلید نالایق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو زانی لکھا ہے اور اسکے علاوہ اور بہت گالیاں دی ہیں پس اسی طرح اس مردار اور خبیث فرقہ نے جو مردہ پرست ہے ہمیں اس بات کے لئے مجبور کر دیا ہے کہ ہم بھی ان کے یسوع کا کچھ حالات لکھیں - (ضمیمہ انجام آتھم ص ۸)

তাহাদের যীশুর যৎসামান্য অবস্থা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে। এই কলুষচিত্ত মূর্খ 'ফতেহ মসিহ' আমার নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ব্যভিচারী লিখিয়াছে এবং আরও বহু গালি-গালাজ করিয়াছে। অতএব এই মৃত ও দুষ্ট মৃত-উপাসক সম্প্রদায়ই আমাদিগকে তাহাদের যীশুর খানিকটা অবস্থা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

এই সমস্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অকথ্য গালি-গালাজেরও অযথা হৃদয়-বিদারক দুর্নামের প্রতিবাদে, যাহা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর প্রতি তাহারা প্রয়োগ করিয়াছে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) তাহাদের স্বচিত্রিত ও বাইবেল বর্ণিত যীশু সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন, যেন তাহাদের যীশুর তাহাদেরই অঙ্কিত চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে তাহারা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর পূত চরিত্রের উপর অন্যায় আক্রমণ হইতে বিরত থাকে; এবং তাহাদের ধর্ম-পুস্তকের মধ্যে যে ধর্ম-বিগর্হিত কথা ঢুকিয়া তাহাদের ধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। এবং ইসলামের মত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্মের ও কোরআনের মত সর্বাঙ্গ পূর্ণ ধর্ম পুস্তকের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) নিজের পক্ষ হইতে কিছুই বলেন নাই, বরং এই সমস্ত কথার মধ্যে বাইবেলের বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পাঠক দেখিতে পাইবেন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এই প্রকারের লিখা প্রকাশ হইবার পর হইতে আর খ্রীষ্টান পাদ্রীদের রসুলে করীম (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর আক্রমণ করিতে দেখা যায় না।

আজ এই বিংশতি শতাব্দীর খ্রীষ্টানী প্রভাবের যুগেও যে-ভাবে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) 'কছরে ছলিব' অর্থাৎ ক্রুশ ধ্বংস করিয়াছেন এবং ক্রুশের ধ্বংস-স্তূপের উপর ইসলামী সৌধের ভিত্তি পুনঃ স্থাপন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া খ্রীষ্টান জগৎ স্তম্ভিত। মসিহে মওউদের জেহাদ-কবীরে রত সেনাগণের মোকাবেলা হইতে খ্রীষ্টান জগৎ ভীত।

খ্রীষ্টান জগতের বিখ্যাত এবং একজন শ্রেষ্ঠ পাদরী ডক্টর জোয়েমার তাঁহার মেগাজিন Moslim World পত্রিকাতে সমস্ত খ্রীষ্টানদিগকে আহমদিদের মোকাবেলা করিতে নিষেধ করিয়াছে; আর আহমদিয়তের মোকাবেলাতে আসিলে খ্রীষ্টান ধর্মের মৃত্যু অনিবার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মসিহে মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবগণ মোসলমান নাম ধরিয়াও ইসলামের এই বিজয়ী সেনাপতির এহেন মূল্যবান ও সারগর্ভ কথা-গুলির মর্ম বিকৃত করিয়া জন-সাধারণের সামনে পেশ করিয়া জনমতকে উত্তেজিত করিবার হীন প্রচেষ্টা করিতেছে।

যদি হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) এর প্রতি তাহাদের হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণেও মহব্বতের এবং গয়রতের কণা মাত্রও অবশিষ্ট থাকিত তাহা হইলে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর পূত চরিত্রের প্রতি খ্রীষ্টানদের নৃশংস ভাবে আক্রমণ দেখিয়াও খ্রীষ্টানদের স্বরচিত যীশুর জন্য তাহাদের প্রাণের দরদ এতখানি উথলিয়া উঠিত না।

২১নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব আয়্যামুছ্‌ছোলেহ কিতাবের ৬৫ পৃষ্ঠার হাসিয়ায় লিখিয়াছেন···মরিয়ম ছিদ্দিকার তাঁহার বাগদত্ত ইয়োছফের সহিত সঙ্গম করা, এবং তাঁহার সঙ্গে গৃহের বাহিরে ভ্রমণ করা এই রীতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য।"

উত্তর

পাঠক, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহ মাওউদের যে-পারসী এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে সঙ্গম করা বুঝায় এমন কোন শব্দ নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব

قد ذكرنا حال مريم فى خدمة الكنيسة و كانت هى وابن عمها يوسف ابن يعقوب ابن ماثان النجار يليان خدمة الكنيسة و كان يوسف حكيما نجارا يعمل بيديه و يتصدق بذالك و قالت النصارى ان مريم كان قد تزوجها يوسف ابن عمها الا انه لم يقربها الا بعد رفع المسيح و الله اعلم و كانت مريم اذا نفد مائها و ماء يوسف ابن عمها اخذ كل واحد منهما قلته و انطلق الى مغارة التى فيها الماء يستعذبان منه ثم يرجعان الى الكنيسة فلما كان يوم الذى لقيها جبرائيل نفد ماءها فقالت يوسف ليذهب معها الى الماء فقال عندى الماء ما يكفينى الى غد فاخذت قلتها و انطلقت وحدها حتى دخلت المغارة فوجدت جبرائيل —

হযরত মরিয়মের গীর্জ্জার খেদমতের কথা আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার চাচাত ভাই ইয়োছফ ইবনে ইয়াকোব ইবনে মাছান সুত্রধর এবং হেকীম ছিলেন। উভয়েই গীর্জ্জার খেদমত করিতেন। ইয়োছফ নিজ হাতে কাজ করিয়া ছদকা করিতেন। খ্রীষ্টানরা বলে ইয়োছফ মরিয়মকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইসা (আঃ) কে আল্লাহ্‌তালার উঠাইয়া নেওয়ার পূর্বে তিনি মরিয়মের নিকট গমন করেন নাই, প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌তালা ভাল জানেন। ইয়োছফ এবং মরিয়ম উভয়ই এক সঙ্গে একটি পুষ্করিণীতে যাইয়া মিষ্ট পানি আনয়ন করিতেন। যে-দিন জিব্রাইল আসিয়া মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেই দিন মরিয়ম আসিয়া ইয়োছফকে পানি আনিবার জন্য সঙ্গে যাইতে বলিলেন। ইয়োছফ বলিলেন, কাল পর্য্যন্তের জন্য আমার কাছে পানি

اختلاط مريم صديقة با منسوب خود ش

এই এবারতের তরজমায় বাগদত্ত ইয়োছফের সহিত সঙ্গম করার কথা লিখিয়াছেন। পারসী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেরাও বুঝিতে পারিবে, এই এবারতের মধ্যে 'সঙ্গম করা' বুঝায় এমন কোন শব্দ নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যদি 'এখতেলাত' শব্দের অর্থ সঙ্গম করা বুঝাইবার অসাধু চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার কলুসিত মানসিকতার পরদা ফাঁক করিয়া দিয়াছেন: 'এখতেলাত' শব্দের অর্থ যে মেলা-মেশা করা ইহা সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারে।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) 'আয়্যামুসসোলেহ' কিতাবে আফগান জাতি যে বনিইস্রাইল জাতিরই এক শাখা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বনীইস্রাইল জাতির কতকগুলি রীতি-নীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এবং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পার্বত্য আফগান জাতির মধ্যেও বনী-ইস্রাইল জাতির মত এই রীতি প্রচলিত আছে যে, তাহারা বাগদত্ত পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা ও ঘোরা-ফেরাকে দোষের মনে করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি হযরত মরিয়ম ছিদ্দিকার বাগদত্ত স্বামী ইয়োছফের সঙ্গে মেলা-মেশা ও ঘোরা ফেরার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই রকম ঘোরা-ফেরা ইসলামি পরদা প্রচলনের পূর্বে কোন দোষনীয় ছিল না, এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই জন্য হযরত মরিয়ম ছিদ্দিকার প্রতি কোন দোষারোপও করেন নাই, শুধু পার্বত্য আফগান জাতি ও বনি-ইস্রাইলের রীতি-নীতির সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন।

হযরত মরিয়ম ছিদ্দিকার তাহার বাগদত্ত স্বামী ইয়োছফের সহিত মেলা-মেশা ও ঘোরা ফেরার কথা ইস্‌লামি ইতিহাস —ইবনুল আছীরের 'তারীখুল কামেল' কিতাবের ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

আছে আমি যাইব না। মরিয়ম তাহার কলস লইয়া নিজে পানি আনিতে একা চলিয়া গেলেন, এবং সেই পুকরিনীতে জিব্রাইলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।"

অতএব বনী-ইস্রাইল জাতির মধ্যে বাগদত্ত স্বামীর সঙ্গে মেলা মেশা ও ঘুরা-ফেরার প্রথা যে প্রচলিত আছে ও ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) এই রকম মেলামেশার কথাই বলিয়াছেন এবং বনি-ইস্রাইল জাতির সঙ্গে পার্বত্য আফগানদের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই সোজা কথাটাকে যে রকম ঘৃণিত ভাবে পেশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হইবে।

২২নং আপত্তি

"মীর্যা সাহেব মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অবতার হইবার দাবী করিয়াছেন; ইস্‌লামে অবতার-বাদ কাফেরী মূর্খতা।"

উত্তর

মিথ্যা কথা; হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বনি-ইস্রাইলের মসিহের অবতার হইবার দাবী করেন নাই. বরং তিনি হিন্দুয়ানি মুশরেকী অবতার-বাদের তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এমন বিশদ ভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে মুশরেকী কাফেরী অবতার-বাদের খণ্ডন আজ পর্য্যন্ত আর কেহই করেন নাই। 'সুরমায়ে চশমে আরিয়া,' 'চশমায়ে মারেফত' ইত্যাদি মসিহে মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিলে পাঠক আমার এই কথা উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের উদ্ধৃত এবারত এবং উহার যে অনুবাদ তিনি নিজে করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও পাঠক অনায়াসে ধরিতে পারিবেন যে, মৌলানা সাহেব নিজের কথা দ্বারাই নিজের আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের তরজমা নিম্নে দেওয়া গেল।

"এবং হযরত মসিহ আল্লাহ্‌তালার নিকট একজন নায়েব চাহিলেন যাহার স্বরূপ (হকিকত) তাঁহার স্বরূপের তুল্য হয় এবং যাহার জাত তাঁহার তুল্য হয়; যিনি তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির তুল্য হয় এবং তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশক হয়…… এবং আমিই সেই নায়েব।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন মৌলানা সাহেব নিজেই মসিহে মওউদ (আঃ)-এর এবারতের অনুবাদে তিনি মসিহের নায়েব হইবার দাবী করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। অথচ কাফেরী অবতারবাদের দাবী করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন।

چه دلاور است دزدے که بکف چراغ
دارد

২৩নং মন্তব্য

মীর্যা সাহেব কি উক্ত মসিহের অবতার যাহার জন্ম হারাম ভাবে হইয়াছিল?"

উত্তর

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর একজন বিশিষ্ট নবী হযরত ইসা (আঃ)-এর নায়েব বা মছিল হইবার দাবী করিয়াছেন, খ্রীষ্টান কল্পিত বাইবেল-চিত্রিত যে-যীশু বাইবেলের মতে খোদাই দাবী করিয়াছিলেন তাহার অবতার হইবার দাবী করেন নাই।

আর হযরত ইসা (আঃ)-এর হারাম ভাবে জন্ম হওয়ার কথা, মৌলানা সাহেবের আভ্যন্তরীন চরিত্রের ফটো। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) এরূপ বলেন নাই, বলিতে পারেনও না। তিনি যে নিজেই প্রথমে মরয়মি মরতবা এবং পরে মসিহের মরতবায় উন্নীত হইবার দাবী করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার

প্রথম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত

॥ মোহাম্মাদ আবদুস্ সাত্তার ॥

বিগত মার্চ মাসের (১৯৬৭ সাল) ৬ ও ৭ তারিখ সোমবার ও মঙ্গলবার দুই দিবস ব্যাপী সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত হয়। ইহার সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর হযরত মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

দক্ষিণ খুলনার অন্তর্গত সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার বয়স মাত্র কয়েকটি বৎসর; অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বহত্তর জামাত সমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম। যতীন্দ্রনগর, ছোট ভেটখালী, হরিনগর, ভেটখালি ও মুন্সীগঞ্জের কিয়দাংশ এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত এলাকার প্রভাবশীল ব্যক্তিবর্গ আহ্‌মদীয়াৎ গ্রহণ করিয়া জামাতের অন্তর্ভুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বর্তমানে ইহার আহ্‌মদী সংখ্যা অষ্ট শতাধিক হইবে। সুন্দরবন জামাত জন বসতির শেষ ভূখণ্ড। ইহার দক্ষিণে গভীর অরণ্য, তাহার পর সমুদ্র। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী "ম্যায় তেরি তবলীগ কো দুনিয়া কে কিনারোঁ তক্ পোঁছাউঙ্গা"- এর এক জলন্ত নিদর্শন হইল সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরবন জামাতের প্রতি প্রাদেশিক তথা কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কর্তৃপক্ষের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বর্তমান বৎসরে প্রাদেশিক আমীরের সফরকালে এখানে একটি বার্ষিক জলসা উদ্‌যাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং শীঘ্রই আমীরের সমর্থন লাভ করে। ইহাতে স্থানীয় আহমদীয়াগণ একদিকে যেমন পরম গর্ব অনুভব করে, অন্যদিকে তেমনি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে। কেননা উক্ত জামাত সম্পূর্ণ নূতন; তদুপরি জলসা উদ্‌যাপন ব্যাপারে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। পরিশেষে একান্ত আল্লার উপর ভরসা স্থাপন করিয়া আহ্‌মদীগণ অগ্রসর হয়। তাহারা কার্য তালিকা প্রস্তুত করে, তদানুসারে কার্যে নামে, বিজ্ঞাপন প্রচার করে, পত্র বিতরণ করে, দিকে দিকে দাওয়াৎ পাঠাইয়া দেয়, প্রেসিডেন্টের নিজস্ব স্থানে জলসা গাহ্ নির্বাচন করে, মঞ্চ ও শ্রোতাদের বসিবার জায়গা প্রস্তুত করে, উপরে বিস্তৃত সামিয়ানা ঝুলাইয়া দেয়; —অর্থাৎ শৃঙ্খলাভাবে সব কিছু সুসজ্জিত করে। এই সকল কার্যে আহ্‌মদী ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ভাই-গণও যোগ দেয় এবং তাহারা সর্ব বিষয়ে যেমন ভাবে দৈহিক, আর্থিক ও আন্তরিক সহযোগিতা দান করেন তাহা ভুলিতে পারা যায়না।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জলসার সকল কার্য সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন এলাকা হইতে মেহমানগণ জমা হইতে থাকে। যশোর কেন্টনমেন্ট হইতে মেজর আবদুর রহমান সাহেব সপরিবারে জলসা কেন্দ্রে উপস্থিত হন। ঢাকা হইতে প্রাদেশিক আমীর হযরত মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, মধ্যপ্রাচ্যের সাবেক মিশনারী হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, প্রাক্তন রিজিওন্যাল কায়েদ জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, সদর মুরুব্বী মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

সাহেব, মাওলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব ও মেজর মোহাম্মাদ শরীফ টিলান সাহেব যথাসময়ে এই জলসায় যোগদান করেন। দূরবর্তী মেহমানদের জন্য জলসাগাহে, সাম্মাদ আলী সাহেবের বাড়ীতে ও মসজিদে থাকা—খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্ট শামসুর রহমান টি, কে, সাহেবের বাড়ীতে সকল কর্মকর্তা ও মহিলাদের আয়োজন করা হয়।

৬ই মার্চ সোমবার। অনুষ্ঠান সূচী অনুযায়ী সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরের উপর "প্রথম অধিবেশন" শুরু হয়। হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ঐতিহাসিক প্রমাণ, হযরত আহমদ (আঃ) মুসলমান হইয়া হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার দাবী, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মে'রাজের যথার্থ তাৎপর্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন সমাবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে উত্থাপিত হইতে থাকে। মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব, জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব একের পর এক সকল প্রশ্নের যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ জবাব দিতে থাকেন; সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি হযরত আমীর সাহেব বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন এবং হযরত আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের উর্দু জবাবের বিষয়বস্তু ভাষান্তর করেন। অতঃপর প্রশ্নোত্তরের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সকল জিজ্ঞাসার যথার্থ সমাধান লাভ করিয়া প্রশ্নকারী ও শ্রোতৃমণ্ডল পরম পরিতৃপ্ত লাভ করেন।

ইহার পর বৈকাল ২টা ৩০ মিনিট হইতে অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী "দ্বিতীয় অধিবেশন" শুরু হয়। এই অনুষ্ঠান ধারাবাহিক বক্তৃতার উপর নির্ধারিত ছিল। যথাসময়ে সভাপতি সাহেব আসন গ্রহণ করিলে মাওলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব কোরআন তেলোয়াৎ করেন এবং মেজর মোহাম্মাদ শরীফ টিলান সাহেব মসিহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থ হইতে নজম পাঠ করিয়া শোনান।

সুন্দরবন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখ জনাব আলী সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। ইহার পর মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ওফাতে ইসা (আঃ) সম্পর্কে কোরআন হাদীসের যুক্তি সম্বলিত এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের উপর আলোক পাত করেন জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। গীতা ও অন্যান্য হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ হইতে বিভিন্ন শ্লোক ও বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি দিয়া তিনি তাঁহার বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরেন। ইহার পর দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেন মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। সর্বশেষে সভাপতি হযরত মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে হাদীস, কোরআন এবং অন্যান্য ধর্ম-শাস্ত্রের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ সহ এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যা ৬টায় দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়।

অধিবেশন শেষে দর্শকদের মধ্যে জামাতের পুস্তকাদী বিতরন করা হয়। অগণিত জনতার ভীড়ের মধ্য হইতে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ বহুকষ্টে দুই এক কপি করিয়া পুস্তক সংগ্রহ করে। পুস্তকের অভাব বশতঃ অনেকেই শূন্য হাতে ফিরিয়া যায়। এই অধিবেশনে অন্যান চারি হাজার লোকের সমাবেশ হয়।

৭ই মার্চ মঙ্গলবার। পূর্ব নির্ধারিত নিয়মে আবার সকাল ৮টা হইতে আবার "প্রশ্নোত্তরের অধিবেশন" শুরু হয়। আজ লিখিতভাবে সকলের পক্ষ হইতে সভাপতির সম্মুখে প্রশ্নপত্র সমূহ উপস্থিত করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপী হইলে তাঁহার পক্ষে স্বয়ং ভগবান হওয়া উচিৎ কিনা, ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা, ইসলামে ফটো তোলা সমর্থন করে কিনা, বার্থ কন্ট্রোল সম্পর্কে আহমদীয়াদের

মতামত, জিন এবং ইহাদের ভূমিকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা হইয়াছিল। সকালের এই বৈঠকী অধিবেশনে প্রায় শহস্রাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন এবং মন্তব্যগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বলিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তরদান করেন জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। ফটো তোলা সম্পর্কে ইসলাম ও বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়া জবাব দেন মাওলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব। বার্থ কন্ট্রোল সম্পর্কিত প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যাদান করেন মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব এবং পরে বাঙ্‌লায় তর্জমা শোনান জনাব সভাপতি সাহেব। ইহার পর সভাপতি তাঁহার মনোজ্ঞ তথ্যের মাধ্যমে জিনের বিষয়টি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন। সর্বাঙ্গীন সার্থক ও সুষ্ঠভাবে আহ্‌মদীয়া জলসা চলিতে থাকে। অতঃপর বেলা ১১ টায় "তৃতীয় অধিবেশন" শেষ হয়।

আহ্‌মদী জামাতের জলসার এহেন কৃতকার্যতা দেখিয়া বিরুদ্ধবাদীরা স্বভাব সুলভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে মাতিয়া উঠে; এখানে সেখানে দুই একটি মন্ত্রনা সভারও আহ্বান করে।

দ্বিপ্রহরের আহার, বিশ্রাম ও নামায অন্তে নির্দ্ধারিত সময়ে "চতুর্থ বা শেষ অধিবেশন" আরম্ভ হয়। সভাপতির আসন গ্রহণের পর মাওলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব কোরআন তেলাওয়াৎ করেন। মসিহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থ হইতে নজম পাঠ করেন মেজর শরীফ ঢিলান সাহেব। একজন গায়ের আহ্‌মদী উৎসাহী যুবক আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রশস্তিমূলক একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বলা বাহুল্য, আহ্‌মদীগণের জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ইতিপূর্বে তিনি কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনী আলোচনা করেন মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব উহার বাঙ্‌লা তরজমা করিয়া শোনান। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার সম্পর্কে এক বেগবান ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতাদান করেন জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। বিভিন্ন শাস্ত্রে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার নির্দেশাবলী সম্পর্কে অতি সূক্ষ গবেষণাপূর্ণ ভাষণ দেন জনাব সভাপতি সাহেব।

বিপুল জনতা অধীর আগ্রহের সহিত মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় একে একে সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন। অতঃপর দুই ব্যক্তি বয়াৎ গ্রহণ করিয়া আহমদীয়তের অন্তর্ভুক্ত হন। সর্বশেষে সম্মিলিতভাবে জামাতের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করিয়া প্রথম সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এই জলসা দর্শকগণের মনে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সুযোগে তাঁহারা বক্তাদের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা করেন। ডাঃ সুবলচন্দ্র মণ্ডল, সুন্দরবন হাই স্কুলের শিক্ষক অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ হিন্দু মহোদয়গণ আহ্‌মদীয়াতের এহেন জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় গভীরভাবে মুগ্ধ হন। তাঁহারা বলেন: 'আমরা শ্রীকৃষ্ণকে মুখে মহাপুরুষ বলি; কিন্তু চরিত্রহীন হিসাবে তাঁহাকে চিত্রিত করিয়া থাকি। মুসলমানদের অন্যান্য জামাত তাঁহাকে কাফের বলিয়া অভিহিত করে; কিন্তু আহ্‌মদীয়া জামাত যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পেশ করিয়া থাকেন তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন, চরিত্রহীন বা পাপাচারী ছিলেন না।'

সুধি ও বিজ্ঞ মহলেও এই জলসা এক তীব্র আলোড়ন জাগাইয়াছে। যাঁহাদের অন্তরে কণামাত্র আলো অনির্বান সত্যের প্রতিক্ষায় জাগিয়াছিল—এই সম্মেলনের পর হইতে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; পত্র পত্রিকা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে পুস্তকাদির জন্য বারবার তাগিদ জানাইতেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আহ্‌মদীয়তের বিজয় তরান্বিত করুন। সমস্ত প্রশংসা মহামহিম আল্লাহ্‌র জন্য। আমিন।

★

॥ দুটী সংবাদ প্রসঙ্গে ॥

আবু আরেফ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ১৯০৬ ইসাব্দে তাঁর হকিকা তুল ওহী পুস্তকে এক ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করেন। আমরা তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করব। তিনি বলেছিলেন ঃ

'আমি সকলকে সদাপ্রভুর আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরও ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে, কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টি কর্তার পূজা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত। হে ইউরোপ! তুমি নিরাপদ নহ। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত ঈশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। .....আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নুহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে। লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। সদাপ্রভু শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে পরিত্যাগ করে—সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না—সে জীবিত নহে, মৃত।'

জগৎবাসী ১৯০৬ সালের পর ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় প্রভৃতি কত ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হতে দেখেছে। এদেশেও দেখেছে এবং দেখছে। আরো কত যে দেখবে তা কে জানে। কিছুদিন আগে করাচীতেও প্রবল বর্ষণ হয়ে গেল। পরে পরেই পেশোয়ারে হয়ে গেল অভূতপূর্ব বর্ষণ।

১৩ই চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের দৈনিক আজাদে [27th March, 1967] এ সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদ তুলে ধরা গেল ঃ—

৩৬ ঘণ্টাব্যাপী প্রবল বর্ষণে পেশোয়ারে প্রলয়ঙ্করী বন্যা

রাস্তাঘাট কূলপ্লাবী স্রোতস্বিনীতে পরিণত

০ সমগ্র নিম্নাঞ্চল প্লাবিত ০ বহু সহস্র কাঁচা ঘর বিধ্বস্ত ০ লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত।

পেশোয়ার; ২৫শে মার্চ!—আজ ঐতিহাসিক নগরী পেশোয়ারে ৩৬ ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ফলে সমগ্র নগরীটি এই সর্বপ্রথম প্রলয়ঙ্করী বন্যা কবলিত হয়। মুষলধারায় বর্ষণের ফলে রাস্তাঘাট কূলপ্লাবী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয় এবং সমগ্র নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হইয়া যায়।

হাজার হাজার কাঁচাঘর ধ্বসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বন্যায় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়াছে। গুরুতররূপে আহত কয়েক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তবে এই পর্য্যন্ত নিহতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

স্থানীয় প্রশাসনিক কর্ম-কর্তারা উদ্ধারকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত না হইলে উপদ্রুত এলাকার দুর্গত নরনারীকে নিরাপদস্থানে স্থানান্তরিত করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নাঞ্চলবর্ত্তী এলাকার জনসাধারণকে স্থানান্তরের যাবতীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের বাসস্থানের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পেশোয়ার হইতে এতদঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা, বিশেষ করিয়া কাবুল, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; কারণ সমগ্র পথ কয়েক ফুট পানির নীচে নিমজ্জিত হইয়াছে।

আফগান মেইলবাস সহ কতকগুলি মোটর ট্রাক ও বাস কাবুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিল কিন্তু পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাইতে পারে নাই। তবে রেল যাতায়াত অব্যাহত রহিয়াছে। —পি পি এ

ছোট ছোট বিপদাবলী দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর বান্দা-দেরকে সতর্ক করতে চান। তিনি শাস্তি প্রদানে ধীর। তিনি বড় করুণাময়। ছোট ছোট বিপদাবলীর আঘাত খেয়েই যদি মানুষ সতর্ক হয়, তবে বজ্রদণ্ড আর তিনি উঁচিয়ে ধরেন না। এখন যদি এ দেশবাসী সতর্ক হয় তবেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিবর্ত্তিত করতে পারেন।

★ ★ ★

হযরত ইসা (আঃ) এসেছিলেন কেবল বণি-ইসরাইলের জন্য; তাহাদের সংস্কারের জন্য; তিনি অন্য কোন জাতির মুক্তির জন্য আসেন নি; তাই তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন "তোমরা পরজাতীয়দের পথে যাইও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইসরাইলদের হারান মেষগণের কাছে যাও (মথি ১০:৬)। তিনি স্বয়ং অন্য জাতির কাহাকেও দীক্ষা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" (মথি, ১৫: ২৪)।

অথচ আজ তাঁর তথাকথিত অনুসরণকারীগণ ত্রিত্ববাদের ঝাণ্ডা হাতে দিগবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১৫ই চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের [March 29th '67] দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সংবাদ তুলে ধরলাম। তাতে দেখা যাবে তাদের কর্মতৎপরতা কত ব্যাপক।

খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা

ইন্দোনেশিয়ায় এক বৎসরে ৬৫ হাজার মুছলমান খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত

লাহোর ২৮শে মার্চ্চ :—খৃষ্টান মিশনারীগণ ইন্দোনেশিয়ায় অত্যন্ত কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অদ্য এখানে আহমদীয়া জামাতের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। গত ১৯৬৫ সাল হইতে তাহারা ন্যূনপক্ষে ৬৫ হাজার মুছলমানকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে বলিয়া উপরোক্ত সূত্রে তথ্য প্রকাশ করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মওলবী গোলাম মহিউদ্দিন আহমদ কাসুরীর সাম্প্রতিক বিবৃতির কথা উল্লেখ করা হয়। জনাব কাসুরী তাঁহার বিবৃতিতে ইন্দোনেশিয়া এবং মালাবীতে ব্যাপক হারে মুছলমানদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানে কর্মরত খ্রীষ্টান মিশনারীগণও ইসলামের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। —এ পি পি

উপরোক্ত সংবাদানুযায়ী জানা যাচ্ছে যে, কেমন ব্যাপকাহারে মুসলমান খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে। হবেই বা না কেন? আমাদের একদল লোক প্রচার করে রেখেছেন যে, দুই হাজার বছর পূর্বের ইসা (আঃ) এখনও জীবিত অবস্থায় সশরীরে চতুর্থ আসমানে জীবিত আছেন। [অথচ আমাদের প্রিয় আকা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মৃত]। তিনি (ইসা) শেষ যুগে আবার আবির্ভূত হবেন ও পরিত্রাণের পথ দেখাবেন, মানবতাকে রক্ষা করবেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে, বলছে "আইস যীশুর [ইসা (আঃ)] মণ্ডলীভুক্ত হও; কারণ তিনি তোমাদের আমাদের সকলের পরিত্রাণের জন্য চতুর্থ আসমানে জীবিত অবস্থায় আছেন; তিনি পুনরায় আগমন করিবেন।"

১৯৬৫ ইসাব্দের ২০শে মার্চ তারিখের দৈনিক আজাদে প্রকাশিত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নমুনা দেখুন।

"এছলাম মৃতের ধর্ম। কারণ এছলামের নবী মরিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থেই বলা হইয়াছে যে, ইসা নবী মারা যান নাই। তিনি আল্লাহ্‌র অসীম দয়ায় সশরীরে ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং এখনো জীবিত অবস্থায় চতুর্থ আসমানে অবস্থান করিতেছেন। রোজ কেয়ামতের আগে তিনি আসমান হইতে পুনরায় মর্তে আগমন করিবেন এবং দুনিয়ার পাপ দূর করিয়া সকল মানুষকে পুনরায় পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত করিবেন। এই অবস্থায় ইসা নবীর পুনরাবির্ভাবের কথা যখন মুসলমানদের ধর্মীয় কেতাবেও স্বীকার করা হইয়াছে, তখন তাহাদের আর মৃত নবীর ধর্মে অবস্থান করা উচিত নহে। বরং সকলেরই উচিত পরম বিভুর অনুগ্রহ লাভের জন্য যতশীঘ্র সম্ভব পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত হওয়া।"

যারা খ্রীষ্টান হচ্ছে তারা দেখছে মৃত নবীর চেয়ে জীবিত নবীর মণ্ডলী ভুক্ত হওয়া শ্রেয়। সুতরাং এখনও কি প্রত্যেক মুসলমানের সচেতন হওয়ার সময় আসেনি?

॥ সমাচার ॥

[আঃ ইঃ আঃ]

গত ২রা এপ্রিল (১৯৬৭) তারিখে ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ৪নং বকসি বাজার রোডস্থিত দারুত তবলিগে ইয়াওমে মসিহ্‌ মওউদ উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হযরত মসিহ মউউদ (আঃ)-এর জীবনের উপর আলোকপাত করেন প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, সদর মুরুব্বী জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, ঢাকা সদরের আমীর এস. এম. হাসান সাহেব। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব।

সভায় কোরআন পাঠ করেন জনাব সিবগাতুর রহমান সাহেব। কোরআন পাঠের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়।

মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জীবনের কার্যাবলী প্রসঙ্গে ভাষণ দান করিতে গিয়া বলেন: মানুষ যখন গোমরাহ হইয়া যায় তখনই আল্লাহ্‌ নবী পাঠান। তিনি আসিয়া আল্লাহ্‌র সহিত মানুষের সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

মানুষের মধ্য হইতে গোমরাহী দূর করার দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের উপর; কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানরা নিজেরাই গোমরাহ হইয়া গেল। তখন আল্লাহ্‌ হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-কে পাঠান। তিনি আসিয়া ইসলামের উজ্জ্বল দিক জনসমক্ষে তুলিয়া ধরেন। ১৪০০ বৎসরে ইসলামের মধ্যে যে সব কুধারণা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল উহার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধরিলেন এবং বিধর্মীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল প্রচারণা করিয়াছিল এবং করিতেছিল তাহার তিনি সমুচিত জবাব দিলেন।

মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব তাঁহার বক্তৃতার এক অংশে বলেন যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) ছিলেন নিসম্বল, তাঁর বিরুদ্ধে সকলেই দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হইতে পারে নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং তিনি মিথ্যা দাবীকারক ছিলেন না। এবং ইহাতে আরো প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ আছেন ও সকল ক্ষমতা তাঁহার।

সদর মুরুব্বী জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব তাঁহার ভাষণে বলেন, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর রঙে রঙীন ছিলেন।

জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব তাঁহার ভাষণে বলেন: ইসলামের প্রথম যুগে বিধর্মীরা ইসলামকে শক্তির জোরে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল, সুতরাং ইসলামকেও শক্তি দ্বারা উহার মোকাবেলা করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ তখন রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জালালী নামের (মোহাম্মাদ) প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে যেহেতু ইসলাম বিধর্মী কর্তৃক যুক্তি ও কলমের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে সেহেতু হযরত গোলাম আহমদ (আঃ) যুক্তি ও কলমের দ্বারা উহার সমুচিত জবাব দিয়াছেন। অর্থাৎ এখন রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জামালী নাম আহমদের প্রকাশ হইয়াছে।

জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব তাঁহার বক্তৃতার শেষে বলেন যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌ ও রসুলের প্রেমে বিভোর ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া বক্তা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন, যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কত বেশী আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের প্রেমে বিভোর ছিলেন।

ঢাকা সদরের আমীর জনাব এস, এম, হাসান সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন: হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বস্তুতঃ একই ব্যক্তি। কারণ হাদীস শরীফে আসিয়াছে, "লা মাহ্‌দী ইল্লা ঈসা"। হাদিস, কোরআন হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসা (আঃ) মারা গিয়াছেন। সুতরাং তিনি আর আসিবেন না বরং তাঁহার গুণে গুণান্বিত একজন আসিবেন যেমন হযরত ঈসা (আঃ) যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) হযরত ইলিয়াস নবীর গুণে গুণান্বিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-ই সেই প্রতিশ্রুত মসিহ ও ইমাম মাহদী।

* *

গত ৭, ৮, ৯ই এপ্রিল (১৯৬৭) তারিখে রাবওয়াতে কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার অধিবেশন বসে। উক্ত অধিবেশনে যোগদানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ শামসুর রহমান, এল, এল, বি (লণ্ডন) বার এট, ল, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে সেখানে যোগদান করেন। ঢাকা আঞ্জুমানের পক্ষ হইতে জনাব মীর্যা আলী আখন্দ সাহেব, জনাব সহিদুর রহমান সাহেব, জনাব আবদুর রৌফ সাহেব যোগদান করেন। চট্টগ্রাম হইতে সেখানকার প্রেসিডেন্ট গোলাম আহমদ খাঁ সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে সেখানকার প্রেসিডেন্ট জনাব কফিলুদ্দিন আহমদ সাহেব এবং মৌলবী জনাব আলী সাহেব সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে মজলিশে শুরাতে যোগদান করেন।

* *

জনাব আনওয়ার আহ্‌মদ কাহলন সাহেব পবিত্র হজ্জ ক্রিয়া সমাপনের পর পি, আই, এ, বিমান যোগে ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন। (আলহামদুলিল্লাহ)

* * *

প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব মজলিশে শুরার অধিবেশন শেষে সিন্ধু প্রদেশে যাইবেন। তিনি হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর নির্দেশে ওয়াকফে আরজী অনুযায়ী সেখানকার বাঙ্গালী কলোনীতে গিয়া তাহাদের মধ্যে আহ্‌মদীয়াতের দাওয়াত দিবেন। তিনি আগামী মে মাসের ১ম সপ্তাহে ঢাকা ফিরিয়া আসিবেন।

*

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশান্না	" "
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.